তীব্র ক্ষুধায় বিপর্যস্ত সুদানের অর্ধেকের বেশি মানুষ: জাতিসঙ্ঘ

সারে-জমিন

ক্লাবের অনুদান নিয়ে বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষ

রূপসী বাংলা

কেরালার ভূমিধস: এত বড় বিপর্যয় কীভাবে হল?

সম্পাদকীয়

ক্যানিং হাসপাতালে 'ঘুঘুর বাসা', পরিষেবা নিয়ে বৈঠক

সাধারণ

৫২ বছর পর অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে শেষ আটে ভারত

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
৩ আগস্ট, ২০২৪
১৮ শ্রাবণ ১৪৩১
২৭ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজিরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 209 ■ Daily APONZONE ■ 3 August 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

ঔরঙ্গাবাদ ও ওসমানাবাদের নাম বদলে সায় সুপ্রিম কোর্টের

আপনজন ডেস্ক: মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ ও ওসমানাবাদ শহরের নাম বদলের সিদ্ধান্ত বহাল রাখার বম্বে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের হওয়া পিটিশন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি হৃষিকেশ রায় ও বিচারপতি এসভিএন ভাট্টির বেঞ্চ দুই শহরের নাম বদলের আবেদন খারিজ করে হাইকোর্টের রায়কে বহাল রেখেছে।
আবেদনকারী ঔরঙ্গাবাদের নাম ছত্রপতি শম্ভাজিনগর এবং ওসমানাবাদকে ধারাশিব করার জন্য মহারাষ্ট্র সরকারের বিজ্ঞপ্তির বিরোধিতা করেছিলেন।
আবেদনকারীদের মধ্যে ছিলেন শেখ মাসুদ ইসমাইল শেখ, যিনি পরে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন।
তার আবেদন খারিজ করে বিচারপতি হৃষিকেশ রায় বলেন, একটি এলাকায় বসবাসকারী মানুষের জন্য একটি জায়গার নাম নিয়ে সর্বদা মতবিরোধ থাকবে।
সুপ্রিম কোর্টে বলেছে, নাম পরিবর্তনের জন্য রাজ্য যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছে। নাম পরিবর্তন করা সরকারের বিবেচনার বিষয়।

স্বাস্থ্য ও জীবন বিমা জিএসটি মুক্ত করতে কেন্দ্রকে চিঠি মমতার

আপনজন ডেস্ক: জীবন বিমা ও স্বাস্থ্য বিমা পলিসিতে ১৮ শতাংশ জিএসটি আরোপের কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে জনবিরোধী বলে অভিহিত করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে চিঠি লিখে তা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছেন।
চিঠিতে তিনি বলেন, জীবন ও স্বাস্থ্য বীমার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে অসুস্থতা, দুর্ঘটনা ও অকাল মৃত্যুর মতো অপ্রত্যাশিত সময়ে আর্থিক নিরাপত্তা ও সহায়তা প্রদান করা। স্বাস্থ্য ও জীবন বিমার প্রিমিয়ামে জিএসটি আরোপের সিদ্ধান্ত কেন্দ্র প্রত্যাহার না করলে দল আন্দোলনে নামবে বলে মন্তব্য করার একদিন পরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন।
চিঠিতে লেখা হয়েছে, 'গভীর দুঃখের সঙ্গে জীবন বিমা ও স্বাস্থ্য বিমা পলিসি/পণ্যের উপর ১৮ শতাংশ জিএসটি আরোপ এবং আয়কর আইনের ৮০সি এবং ৮০ডি ধারায় নতুন কর ব্যবস্থায় ছাড় প্রত্যাহারের বিষয়ে আমি আপনাকে লিখছি, যা আমার কাছে প্রকৃতিগতভাবে অত্যন্ত জনবিরোধী।' তিনি বলেন, বিমার প্রিমিয়ামের উপর জিএসটি আরোপ সাধারণ মানুষের উপর আর্থিক বোঝা বাড়ায়। এই অতিরিক্ত বোঝা (ক) অনেক ব্যক্তিকে নতুন পলিসি গ্রহণ বা তাদের বিদ্যমান বীমা কভারেজ অব্যাহত রাখতে বাধা হিসাবে কাজ করতে পারে, যার ফলে তারা অপ্রত্যাশিত আর্থিক সঙ্কটের ঝুঁকিতে পড়তে পারে। মমতা বলেন, পুরনো কর ব্যবস্থায় আয়কর আইনে যে ইনসেনটিভ ছিল, তা তুলে নেওয়ায় সাধারণ মানুষের দুর্দশাও আরও বেড়েছে। তিনি নির্মলা সীতারমনকে 'জন-বিরোধী কর নীতি' পর্যালোচনা করতে এবং জীবন বিমা ও স্বাস্থ্য বিমার প্রিমিয়ামের উপর থেকে জিএসটি প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করেন। মমতা বলেন, জীবন বিমা এবং স্বাস্থ্য বিমার প্রিমিয়ামের উপর জিএসটি প্রত্যাহার এবং নতুন কর ব্যবস্থায় এই জাতীয় প্রিমিয়ামের উপর আয়কর আইনের ৮০সি এবং ৮০ডি ধারায় ছাড় সহ বৃহত্তর বীমা কভারেজ সহজতর হবে। আমি বিশ্বাস করি আপনি এই অনুরোধটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করবেন। ইতিবাচক সাড়া পাব বলে আশা করছি। এদিন এনিয়ে এক্স-এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ভারত সরকারের কাছে আমাদের দাবি হল জনগণের স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে জীবন বিমা এবং মেডিকেল বিমা প্রিমিয়াম থেকে জিএসটি প্রত্যাহার করা। এই জিএসটি খারাপ কারণ এটি জনগণের মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনগুলির যত্ন নেওয়ার ক্ষমতাকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে। সরকার 'জনবিরোধী' জিএসটি প্রত্যাহার না করলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভারত সরকার যদি জনবিরোধী জিএসটি প্রত্যাহার না করে, তাহলে আমরা রাস্তায় নামতে বাধ্য হব।

ইডি অভিযান করার ছক চলছে আমার বিরুদ্ধে: রাহুল

আপনজন ডেস্ক: লোকসভায় জাতীয় বাজেটের ভাষণে চক্রব্যূহ ভাঙার কথা বলায় সরকার তাঁর ওপর নতুন করে প্রতিশোধ নিতে চাইছে বলে অভিযোগ করলেন বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধী। আজ শুক্রবার 'এক্স' হ্যান্ডেলে এই অভিযোগ জানিয়ে তিনি লেখেন, 'প্রতিশোধ নিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) তাঁর বিরুদ্ধে নতুন ছক কষছে বলে তিনি খবর পেয়েছেন। ইডির উদ্দেশে রাহুল লিখেছেন, 'দুই বাহু প্রসারিত করে স্বাগত জানাচ্ছি চা ও বিস্কুট সহকারে।'
হঠাৎ কেন ইডির এই তৎপরতা, সেই ব্যাখ্যাও রাহুল দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, বাজেট ভাষণে তিনি চক্রব্যূহ ভাঙার কথা বলেছিলেন। মনে হচ্ছে, সেটা তাঁদের পছন্দ হয়নি। ইডির এক সূত্র তাঁকে জানিয়েছে, তারা নতুন করে তল্লাশি চালানোর ছক কষছে। বাজেট ভাষণে মহাভারতের চক্রব্যূহর উল্লেখ করেছিলেন রাহুল। বলেছিলেন, অভিমন্যুকে হত্যার জন্য ওই চক্রব্যূহ তৈরি করা হয়েছিল। সেই চক্রব্যূহ দেখতে অনেকটা পদ্মফুলের মতো, যা প্রধানমন্ত্রী জামার বুকে সেঁটে রাখেন। সেই কারণে চক্রব্যূহকে পদ্মব্যূহও বলা হয়।

শাহের বিরুদ্ধে স্বাধীকার ভঙ্গের অভিযোগ রাজ্যসভায়

আপনজন ডেস্ক: কেন্দ্রীয় সরকারের সতর্কতা সত্ত্বেও কেরল সরকার 'আগাম সতর্কতা' ব্যবস্থা ব্যবহার করেনি বলে অভিযোগ ওঠায় কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ জয়রাম রমেশ শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে রাজ্যসভায় প্রিভিলেজ মোশন নোটিশ পেশ করেছেন। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়কে লেখা চিঠিতে রমেশ লিখেছেন, '৩১ জুলাই রাজ্যসভায় ওয়ানাড়ে ভূমিধস নিয়ে আলোচনার জবাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা এবং ট্র্যাজেডির আগে কেন্দ্রীয় সরকারের সতর্কতা জারি করা সত্ত্বেও কেরালা সরকার কীভাবে সেগুলি ব্যবহার করেনি সে সম্পর্কে বেশ কয়েকটি দাবি করেছেন। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বলেন, অমিত শাহ যে দাবি করেছেন তা মিডিয়া "ব্যাপকভাবে সত্য-যাচাই" করেছে এবং মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে, এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ওয়েনাড ভূমিধস ট্র্যাজেডি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য দিয়ে রাজ্যসভাকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগ করেছেন। এটা কোনও মন্ত্রী বা সদস্যকে সংসদকে বিভ্রান্ত করা স্বাধিকার ভঙ্গ এবং সভার অবমাননার শামিল।

ওয়ানাড়ে বিপর্যস্ত স্কুলে একসঙ্গে প্রাণ গিয়েছে ২০ শিশুর

আপনজন ডেস্ক: কেরলের বিপর্যস্ত ওয়ানাড়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০৮ জনে। তবে সরকারি হিসাবে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০১টিতে। এখনও প্রায় ৩০০ জন নিখোঁজ থাকায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
তার মধ্যে নানা মর্মান্তিক ঘটনার খবর মিলছে। গত ২৬ জুলাই, গত শুক্রবার, একজন স্কুল শিক্ষক কেরালার ওয়ানাড়ের চুরালমালা গ্রামে অবস্থিত মনোরম ভেল্লারমালা সরকারী ভোকেশনাল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল থেকে এলোমেলোভাবে ১০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও রেকর্ড করেন। সেদিন প্রচণ্ড বৃষ্টিতে স্কুল সংলগ্ন ঝর্ণা দিয়ে হঠাৎ জোর করে জলের স্রোত শুরু হয়েছিল। ভিডিওতে দেখা যায়, গোলাপি ও লাল ইউনিফর্ম পরা একদল শিশুর ওপর পড়ার আগে জলের স্রোত স্কুল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে আশ্রয়ের খোঁজে তারা যখন উন্মত্ত হয়ে দৌড়াচ্ছিল, তখন ভিডিওটি শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাদের মধ্যে একজন উত্তেজিতভাবে শিক্ষকের ফোনের ক্যামেরার দিকে হাত নাড়ছিল। এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেল, ৩০শে জুলাইয়ের ভোরে যে বিধ্বংসী ভূমিধস এই গ্রামে আঘাত হানে, তা পুরো স্কুলকে গ্রাস করে নিয়েছে। মধ্যরাতের পর স্কুলটি সচল না থাকায় ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। প্রাঙ্গণে এখন যা অবশিষ্ট রয়েছে তা হল ভাসমান ভবনগুলির ধ্বংসাবশেষ, কয়েকশো দৈত্যাকার পাথর যা কয়েক দিন আগে পাহাড়ের নীচে গর্জে উঠেছিল এবং বেশ কয়েকটি বড় বড় গাছ উপড়ে পড়েছিল। জিভিএইচএসএস-এর প্রধান শিক্ষক উন্নিকৃষ্ণন বলেন, নিহতদের মধ্যে অন্তত ২০ জন আমাদের স্কুলেরই ছাত্র বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

বোলপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: প্রবল তীব্র দাবদহ চলছিল গোটা রাজ্যজুড়ে, কিন্তু গতকাল থেকে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায়। এই বৃষ্টিপাতের জেরে বোলপুর শহরে, বোলপুর শান্তিনিকেতন রেলস্টেশন সহ আশেপাশে বিভিন্ন এলাকায় জল জমে গেছে। তার ফলে যান চলাচলের ব্যাঘাত ঘটে ।এরমধ্যে শান্তিনিকেতন এলাকায় গোয়ালপাড়ায় যে কোপাই নদী রয়েছে তার জলস্তর এতটাই বেড়ে গেছে যে গোটা এলাকা জল আর জল। কোপাই নদীর উপরে যাতায়াতের জন্য বোলপুর থেকে কসবা ও সিউড়ি যাওয়ার যে ব্রিজ রয়েছে সেই ব্রিজটি এখন জলের তলায়। এর ফলে যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যাতে কোন অপ্রীতিকর দুর্ঘটনা না ঘটে প্রশাসনিক পক্ষ হইতে। গতকাল রাত্রে যে বৃষ্টিপাত হয়েছিল তার ফলে এখন চারিদিকে জল আর জল। অন্যদিকে আরেকটি চিত্র ধরা পরল ৫১ পীঠের অন্যতম পিঠ কঙ্কালীতলা সেই কঙ্কালীতলা কোপাই নদীর জলে জলের তলায় এখন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জলও বেড়েছে। যদিও দুপুর থেকে বৃষ্টিপাত একটু কমেছে। বোলপুর মহকুমা আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চল প্রায় জলমগ্ন। ধান চাষের জমিগুলি জলের তলায় তলিয়ে গেছে।

ওরাল হাইজিন ডে পালিত সোনারপুরে

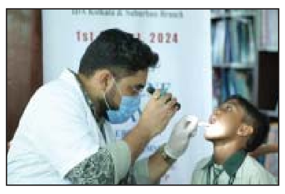

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সোনারপুর

আপনজন: ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার উদ্যোগে ন্যাশনাল ওরাল হাইজিন ডে উপলক্ষে সোনারপুরের এক স্কুলে মুখবহরের স্বাস্থ্য পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল যেখানে প্রায় ৭০০ জন শিক্ষার্থীর মুখের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় ।এছাড়াও মুখগহরের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেমিনার ও অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সম্পাদক ডা: রাজু বিশ্বাস জানান" ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন একমাত্র সংগঠন যারা ১০ বছর ধরে বিভিন্নভাবে ওরাল হাইজিন ডে পালন করে চলেছে। উপস্থিত ছিলেন ডা: শুভ্র নন্দী ,ডা:অসিত পাল, ডা: এইচ. ডি অধিকারী ,ডা: সীতাংশু ঘোষ ,ডা: সুদর্শনা মুখার্জি ও অন্যান্যরা।

ব্লক স্তরের প্রশাসনিক পর্যালোচনা সভা ডিএমের উপস্থিতিতে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: জেলার প্রতিটি ব্লকে ব্লকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ব্লক স্তরের প্রশাসনিক পর্যালোচনা সভা তথা রিভিউ মিটিং। যেখানে স্বয়ং জেলা শাসক উপস্থিত থাকছেন। সেরূপ শুক্রবার রামপুরহাট- ১ ও রামপুরহাট- ২ নম্বর ব্লকে পৃথক পৃথক ভাবে দুটি প্রশাসনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা শাসক বিধান রায়, জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল সেখ, অতিরিক্ত জেলা শাসক প্রমুখ। সভায় মূলত ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি,সহ-সভাপতি,অত্র ব্লকের প্রতিটি প্রধান-উপপ্রধান এবং ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরের সরকারি আধিকারিকদের নিয়ে এই সভা। এক সাক্ষাৎকারে জেলা শাসক বলেন এটা রুটিন মাফিক ব্লক স্তরের প্রশাসনিক সভা। যেটা ২০২১,২২,২৩ সালেও করা হয়েছিল। গত লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে পরিষেবা প্রদান সংক্রান্ত কাজে গতি ধীর হয়েছে। সেটাকে তরান্বিত করা। এসটি- এসসি সার্টিফিকেট, শিক্ষাশ্রী সহ বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা বিষয়ক আলোচনা করা হয়। এছাড়াও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্পের উন্নয়নখাতে ৬০-৭০ শতাংশ টাকা খরচ করতে হয় তাহলে পরবর্তী এলোটম্যান্ট পায়। যেখানে যেখানে খরচের হার কম আছে সেগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখা। কোথাও যদি ট্রেনিং এর দরকার থাকে কিম্বা কোনো কিছু বোঝাবুঝির দরকার আছে সেগুলি করা। সেই প্রেক্ষিতে জেলার প্রতিটি ব্লকে ব্লকে গিয়ে আলোচনা সভা। বীরভূম জেলাকে একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য করছি যাতে জনসাধারণকে পরিষেবাগুলি ঠিকঠাক দেওয়া যায়।

বার্জ-নৌকা সংঘর্ষ, নিখোঁজ মৎস্যজীবী

নকীব উদ্দিন গাজী ● রায়চক

আপনজন: বার্জ ও ইলিশ মাছ ধরার নৌকার মুখোমুখি সংঘর্ষে উল্টে গেল নৌকা। নিখোঁজ এক মৎস্যজীবী। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার রামনগর থানা থানার হুগলি নদীর রায়চক এলাকায় । নিখোঁজ মৎস্যজীবী প্রভাকর ধারা (৩০) রায়চকের বাসিন্দা।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার দুপুরে হুগলি নদীতে ইলিশ মাছ ধরছিল একটি ছোট নৌকা করে দুই বন্ধু প্রভাকর ও সুদীপ দলই, ঠিক রায়চকের রেডিসন হোটেলের বিপরীত দিক তাই ইলিশ ধরার জন্য জাল পেতেছিল তখন ভরা জোয়ার, সেই সময় একটি বার্জ রায়চক এলাকার থেকে ডায়মন্ড হারবার দিকে আসছিল দূর থেকে নৌকা তে থাকা দুই মৎস্যজীবী বুঝতে পারে তাদের দিকেই ধেয়ে আসছে বার্জ টি নিজেদের গামছা খুলে কুচিয়ে সতর্ক করার জন্য বারবার সিগন্যাল দিচ্ছিল, মৎস্যজীবী প্রভাকর , দুই মৎস্যজীবী নদী থেকে জাল টেনে তোলার চেষ্টা করছিল আর সেই সময় হুগলি নদীতে ইলিশ মাছ ধরা নৌকাতে ধাক্কা মারে বার্জ টি । ঘটনায় উল্টে যায় মাছ ধরার নৌকাটি। নৌকা তে থাকা দুই মৎস্যজীবী নদীতে ছিটকে পড়ে , এরপর স্থানীয় একটি লঞ্চ এক মৎস্যজীবী সুদিপ দলুইকে উদ্ধার করে , প্রভাকর ধারা নামের এক

মৎস্যজীবী কে উদ্ধার করতে পারিনি নিমিষের মধ্যে তলিয়ে যায়। খবর পেয়ে ডায়মন্ড হারবার সিভিল ডিপেন্স ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে মৎস্যজীবীর খোঁজে হুগলি নদীতে যৌথভাবে তল্লাশি চালায় কয়েক ঘন্টা তল্লাশি করেও খোঁজ মেলেনি মৎস্যজীবীর । মাছ ধরার নৌকাটিও নিখোঁজ হয়ে যায়। খবর পেয়ে মৎস্যজীবী পরিবারের বাড়িতে যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য বিমলেন্দু বৈদ্য, পরিবারের সব রকম সাহায্য করার আশ্বাস দেন পাশাপাশি তিনি নদীতে তল্লাশি চালানোর জন্য নিজে উপস্থিত হন রায়চক নদীর তীরে কয়েক ঘন্টা তদারকি করলেও সন্ধ্যে নামতেই তল্লাশির কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। ইতিমধ্যে ডায়মন্ড হারবার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ওই পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ডাইমন হারবার বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের অবজারভার শামীম আহমেদকে দায়িত্ব দিয়েছে বলে জানা যায়।

আংশিক জলমগ্ন স্কুল, পরীক্ষা বন্ধ রেখে বাড়ি চলে গেলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: বৃষ্টির জেরে আংশিক জলমগ্ন গলসির পুরসা হাই স্কুলের চত্বর। বন্ধ রাখা হল স্কুলের ইউনিট টেস্ট পরীক্ষা। যার জেরে চরম ভোগান্তির স্মিকার স্কুলের শতশত পূড়ুয়া। তবে আগামী ৯ ই আগস্ট ওই পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে জানালেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সেখ আজহারউদ্দিন। গ্রামবাসী নাজমুল জামাদার বলেন, স্কুলে জল ঢুকেছে। খবর পেয়ে আমরা গ্রামের মানুষ ছুটে আসি। স্কুলের ও গ্রামের সুবিধার্থে জাতীয় সড়ক কতৃপক্ষেকে জানিয়ে নিকাশী ব্যবস্থা ঠিক করা শুরু করেছি। এদিকে স্কুলে এসে দেখি সব শিক্ষকরা বাড়ি চলে গেছে। টিআইসিও দুটো নাগাদ স্কুল বন্ধ করে দিয়ে বেড়িয়ে পরেছেন। অথচ স্কুলের রুমের ভিতরে জল ঢুকেনি।

শুধুমাত্র মাঠ জলমগ্ন হয়েছিল। পরীক্ষা দেওয়া যেত। সেটা না করে তারা নিজেদের মতো পরীক্ষা বন্ধ করে সবাই বাড়ি চলে গেছে। শিক্ষকদের কাজ দেখে আমরা মর্মাহত। আমি এসআই কে ফোন করে অভিযোগ করেছি। দেখি তিনি কি ব্যবস্থা নেন। স্থানীয়রা জানান, শুধু স্কুল নয় গোটা গ্রামের জল নিকাশী বন্ধ হয়ে গেছে। যার জন্য ক্ষোভ জাতীয় অবরোধ করতে চলে আসেন গ্রামবাসীদের একঅংশ। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। তারা জানায় আগে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের দক্ষিণে দিকের নয়নজুলিতে সেচের ও গ্রামের জল নিকাশী হত। বর্তমানে জাতীয় সড়ক কতৃপক্ষ রাস্তার পাশে উঁচু করে কংক্রিটের নালা তৈরী করায় জল নিকাশী বন্ধ হয়ে গেছে। এরপরই জাতীয় সড়ক কতৃপক্ষের ঠিকা সংস্থা এসে নয়নজুলি পরিস্কার করতে উদ্দ্যোগ নেয়। এদিকে স্কুল বন্ধ নিয়ে গলসি পশ্চিম চক্রের স্কুল পরিদর্শক দেব কুমার ভক্ত বলেন, একজন গ্রামবাসী আমায় ফোন করেছিলেন। আমি ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে ফোন করি। উনি বলেন স্কুল খোলা আছে তবে আমি বোর্ড অফিসের কাজে বাইরে আছি। পরীক্ষা বন্ধ রাখার বিষয়ে তিনি বলেন, ঠিক কি হয়েছে আমি খোঁজ নিয়ে জানাচ্ছি।

ক্লাবের অনুদান নিয়ে বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ক্লাবকে দেওয়া অনুদানের ৫ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা আত্মসাৎকে ঘিরে তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে রণক্ষেত্র এলাকা। ইট, পাটকেল, লাঠি, শোটা এমনকি আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে শূন্যে দুই রাউন্ড গুলি করে তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা করার অভিযোগ উঠল বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় রঞ্জন মন্ডল, নমিতা মন্ডল, রিন্টু মণ্ডল সহ প্রায় ১০ জন তৃণমূল কর্মী আহত হয়েছে। মালদার ইংলিশ বাজার থানার কাজীগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বালুয়াডাঙ্গা হরিষ পুর এলাকার ঘটনা। তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষের ঘটনার একটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে লাঠি শোটা এবং ইট পাটকেল নিয়ে একে অপরকে হামলা করতে।

এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই বিজেপি কর্মী প্রভাষ মন্ডল, সুভাষ মন্ডল সহ ১২ জন বিজেপি কর্মীর নামে ইংলিশ বাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে আক্রান্ত তৃণমূল কর্মীদের পক্ষ থেকে। আক্রান্ত এবং গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তারা তৃণমূল করে। লোকসভা নির্বাচনে তারা তৃণমূলকে ভোট দিয়েছিল কিন্তু বিজেপি জিতেছে। তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার জন্য সেই আক্রোশ তাদের ওপর ছিলই। তার ওপর ক্লাবের অনুদানের ৫ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা আত্মসাৎ করায় সেই ঘটনার প্রতিবাদ করেছিল তারা। এই কারণে বিজেপি কর্মীরা তাদের গ্রামে চড়াও হয়ে মারধর করেছে তাদের। অন্যদিকে এই বিষয়ে কাজী গ্রাম অঞ্চলের তৃণমূলের সভাপতি সত্যজিৎ চৌধুরী জানান, লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিল এলাকার কিছু বিজেপি নেতা এবং কর্মীরা। কিন্তু নির্বাচন মিটে যাওয়ার পরও বিজেপি কর্মীদের অত্যাচার এখনো চলছে এলাকাই। আজকে আমাদের ১০ জন তৃণমূল কর্মীর উপর হামলা করা হয়েছে। লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে পাশাপাশি জেলা নেতৃত্বকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

জলে ভাসছে পূর্ব বর্ধমানের কৃষি জমি

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের বেশিরভাগ মানুষ চাষের উপর নির্ভরশীল । অনাবৃষ্টিতে বর্ষার মরশুমে চাষিরা বীজ তলা তৈরি করতে পারেনি। এবং বীজ রোপন ও করতে পারেনি। মানুষ আশাই ছিল দেরিতে বর্ষা শুরু হলেও তারা বিজ তলা তৈরি করবে এবং বীজ রোপন করবে ।অনেক ক্ষেত্রে সাবমারসিবল এর মাধ্যমে বীজতলা তৈরি করেছিল চাষীরা। কিন্তু পূর্ব বর্ধমানের কালনা ,কাটোয়া ,রায়না খণ্ডঘোষ, মাধব ডিহি,গলসি, জামালপুর, গুসকরা , কেতুগ্রাম সহ বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষি জমি জলে ডুবে গেছে। এর ফলে আমন মরশুমের ফসল তৈরি করতে ধান উৎপন্ন করতে চাষীদের বেগ পেতে হবে। বহু জায়গায় বীজ জলের তলায় ডুবে নষ্ট হতে বসেছে এবং যেসব চাষিরা শ্যালো ও সাবমারসিবল এর মাধ্যমে বীজ বপন করেছিলেন, রোয়া হয়েছিল সেই সব জায়গাগুলি সম্পূর্ণরূপে ডুবে গেছে। এতে বীজের সম্পূর্ণরূপে ক্ষতি হতে পারে পচে যেতে পারে ধান চারা গুলি। গত দুদিন ধরে টানা বৃষ্টিতে পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন জায়গায় জলমগ্ন হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষও খুব সমস্যায় আছে। গরু ছাগল হাঁস মুরগি সহ যারা পশু পালন করে গ্রামের দিকে তারাও খুব সমস্যায় পড়েছে। অন্যদিকে ডি ভি সি অতিরিক্ত জল ছাড়াই দামোদর নদীর তীরবর্তী এলাকায় বন্যার ও আশঙ্কা আছে । যে ক্যানেল গুলি থেকে চাষিরা আশা করছিল অনাবৃষ্টির সময় জল পেয়ে তারা বীজ বপন করতে পারবে সেই সময় তারা জল পায়নি কিন্তু যে সময় অতিরিক্ত বৃষ্টিতে গোটা পূর্ব বর্ধমান ভেসে যেতে চলেছে সেই সময় ক্যানেলের অতিরিক্ত জল ছাড়াই ও দামোদরে অতিরিক্ত জল আসার ফলে আতঙ্কগ্রস্ত পূর্ব বর্ধমানের চাষী থেকে সাধারণ মানুষ। এই অবস্থায় মানুষ কামনা করছে কত তাড়াতাড়ি বৃষ্টি কমবে ও জল তাড়াতাড়ি নামবে। যদিও প্রশাসন তৎপর আছে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য। ত্রিপল ও ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বৃষ্টিতে জলমগ্ন বড়ঞা ব্লকের বদুয়া গ্রাম

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: একদিনের বৃষ্টিতেই জলমগ্ন গ্রামের একাংশ। একই পাড়ায় পাঁচটি বাড়িতে জল ঢুকে পড়ায় সমস্যায় পড়েছেন সদস্যরা। শুক্রবারের এই ঘটনা বড়ঞা ব্লকের বদুয়া গ্রামের।
প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে এই এলাকায়। গত ২৪ ঘণ্টায় বড়ঞা ব্লক এলাকায় ১৮২ মিলি লিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। যা বেছরের সর্বচ্চ বলে জানা গিয়েছে। রাতভর বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে বড়ঞা ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় জল জমতে শুরু করেছে। আমনের মাঠ জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। কাজেই দুশ্চিন্তায় পড়েছেন চাষিরা।
এদিকে এদিন সাত সকালেই বদুয়া গ্রামের পাঁচটি পরিবার ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। ঘরের মধ্যে জল ঢুকে পড়ায় তাঁদের এমন কাজ করতে হয়েছে বলে দাবি। পর্যাপ্ত নিকাশি সমস্যার কারণেই পরিবারের সদস্যরা পঞ্চায়েত প্রশাসনের উপর ক্ষোভ দেখান।

জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ছাত্রীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ছাত্রীর মৃত্যু হাওড়ায়। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে সালকিয়ার ভৈরব ঘটক লেনে। মৃতা পৌরবি দাস (২২) স্নাতকের সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী ছিলেন বলে জানা গেছে। বাড়ির সামনেই জমা জলে ঘটনাটি ঘটে। বাবা নির্মল দাস পেশায় ইলেকট্রিকের ব্যবসায়ী। ঘটনার সময় তিনি দোকানেই ছিলেন। মেয়ের দুর্ঘটনার খবর শুনে তিনি নিজেও ছুটে আসেন। তিনিও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তিনি প্রাণে রক্ষা পেলেও মেয়েকে বাঁচানো যায়নি। গোলাবাড়ির বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে পৌরবিকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

অটো চালক-মালিকদের দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানে জোর তৎপরতা

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ মহকুমার অটো রিক্সা চালক-মালিকদের দীর্ঘদিনের সমস্যার অবসান হতে চলেছে। অটো রিক্সার রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স, পুনর্নবীকরণ, রুট অনুমোদনের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন সমস্যার দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন জেলার আরটিও বোর্ডের সদস্য বাদল মিত্র। শুক্রবার বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসির পক্ষ থেকে বনগাঁ মহকুমার অন্তর্গত প্রত্যেকটি অটো রিক্সা ইউনিয়নের শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। ওই সভা থেকে সমাধান সূত্র পাওয়া গেছে বলে মনে করছেন অটো রিক্সার চালক-মালিকরা। শুক্রবার সভায় উপস্থিত অটো রিক্সা চালক-মালিকদের থেকে জানা গিয়েছে, নতুন নতুন একাধিক সরকারি নিয়মের জেরে দৈনন্দিন বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় অটো রিক্সার চালক-মালিকদের। কোন দিন হঠাৎ করেই রাস্তায় চলাচল বন্ধ হয়ে যায় তা নিয়ে আশঙ্কায় থাকেন তাঁরা। অটো রিক্সার রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স, পুনর্নবীকরণ, রুট অনুমোদনের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরেই কোনো সুরাহা হচ্ছিল না। এই সংশ্লিষ্ট বিষয়টি তাঁরা বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি

নারায়ণ ঘোষকে জানান। সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে অটো রিক্সার চালক-মালিকদের নিয়ে নারায়ণ ঘোষের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত সভায় ডাকা হয় জেলার আরটিও বোর্ডের সদস্য বাদল মিত্রকে। আরটিও বোর্ডের সদস্যকে পেয়ে অটো রিক্সা ইউনিয়নের চালক-মালিকরা তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরে তার দ্রুত সমাধানের অনুরোধ করেন। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতি নারায়ণ ঘোষও একইভাবে জানান, 'শ্রমিকদের স্বার্থে আজ আমরা সংগঠিত হয়েছি।' এ সময় উপস্থিত যে সমস্ত অটো চালকদের রুট পারমিট নেই তাদেরকে হাত তুলতে অনুরোধ করেন, দেখা যায় সকলেই হাত তুলেছেন। নারায়ন বলেন, আরটিও বোর্ডের সদস্য এসেছেন, তিনি বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করবেন। আইএনটিটিইউসি'র এখানে হাত নেই, তবে সমস্যাগুলো যাতে দ্রুত সমাধান হয় সেজন্য অনুরোধ করবো। সমস্যা জেনে, আরটিও বোর্ডের সদস্য বাদল মিত্র দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন। বলেন, বিধানসভা অনুযায়ী পৃথকভাবে সমস্ত অটো রুটের আওতায় থাকা অটো রিক্সা চালক, মালিকদের তথ্য পরিসংখ্যান তুলে ধরে একটি তালিকা প্রস্তুত করুন, আমি যত দ্রুত সম্ভব আরটিওকে দিয়ে তা সমাধানে চেষ্টা করব। সাবেক আরটিও বোর্ডের সদস্য বনগাঁর তৃণমূল নেতা গোপাল শেঠের সময় বনগাঁ এলাকার অটো চালকদের সমস্যা কেন সমাধান হয়নি তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বাদল। তিনি আরও বলেন, 'আমরা চাই না কেউ কর্মহীন হয়ে পড়ুক।' আরটিও বোর্ডের সদস্যের আশ্বাসে কার্যত খুশির হাওয়া অটো চালক মালিকদের মুখে, এখন দেখার কত দ্রুত তাদের সমস্যার সমাধান হয়।

ঝুমি নদীতে সাতটি বাঁশের সাঁকো ভেঙে পড়ায় প্লাবিত ঘাটাল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে ঘাটাল ব্লকের ঝুমি নদীতে জল বেড়েছে। ভেসে আসছে কচুরিপানা। কচুরিপানার চাপে সাতটি বাঁশের সাঁকো ভেঙে ভেসে গিয়েছে।চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চাশটিরও বেশি গ্রাম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। শুক্রবার সকালে ওই এলাকাতে যান ঘাটালের এসডিও সুমন বিশ্বাস। তিনি বলেন, আমরা প্রতিদিন জলের ওয়াটার লেভেল পাই, এখনো পর্যন্ত বিপদ সীমার নিচে জল বইছে। নদীর উপর বাঁশের সাঁকো গুলি ভেঙে যাওয়ায় নৌকায় পারাপার চলছে। এসডিও স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং ব্লক প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে নৌকাতে একসাথে বেশি মানুষ না তোলা হয় এবং প্রয়োজনে লাইফ জ্যাকেট রাখার জন্য। প্রতিটি নৌকা যাতে ফিট থাকে সে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।
মনসুকা এল এন হাই স্কুলের পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।যোগাযোগের জন্য দেওয়া হয়েছে খেয়া। খেয়াতেই পারাপার করছেন মানুষজন।জানা গিয়েছে, আরও দুটি খেয়া দেয়া হবে। উল্লেখ্য ২০২১ সালে ঝুমি নদীর উপর ভগবতী সেতু তৈরির কাজ শুরু হলেও এখনো পর্যন্ত তা শেষ হয়নি ।

সুন্দরবনের ৮৭টি বাঘ ধরে পুরস্কৃত বনকর্মী আমিরচাঁদের অবসরগ্রহণ

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলতলি

আপনজন: সুন্দরবনের বাঘ ধরে পুরস্কৃত হলেন বনকর্মী আমিরচাঁদ।কর্ম জীবনে ৮৭টা সুন্দরবনের বাঘ ধরেছেন তিনি। আর সেই ৬০ বছরের আমিরচাঁদকে এবার সম্মানিত করলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বনদফতর। ২৬ ফুট খেজুরগাছে উঠে পড়া সুন্দরবনের রাজাকে কাবু করে যেমন ধরে ছিলেন। তেমনই তাল গাছ থেকেও বাঘকে নামিয়েছিলেন।সুন্দরবনের যে কোনও গ্রামে বাঘ ঢুকেপড়লেই ডাক পড়তো কুলতলির আমির চাঁদের। বন দফতরের কর্মীরা তাঁকে ডাকেন ছোটবাবু বলে।এই ছোট বাবু ওরফে আমিরচাঁদের বয়স ৬০ বছর। কিন্তু এই বয়স তাঁর কাছে কোন ও বাধা নয়। সদ্য কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন তিনি। তাঁর এই কর্মজীবনে ৮৭টা বাঘকে ধরে

আবার জঙ্গলে পাঠিয়েছেন নিপুন দক্ষতায়।তাঁরই চেষ্টায় বন থেকে উদ্ধার হয়েছিল ১৪টি হরিণের চামড়া।এই আমির চাঁদকে আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবসে সম্মানিত করেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বন দপ্তর। সম্মান নিয়ে চোখে জল তাঁর।দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বন বিভাগ থেকে জানা গেল,আমিরচাঁদের মেয়াদ বাড়িয়ে তাঁকে কাজে রেখে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা চলছে। কুলতলির দক্ষিণ দুর্গাপুরের বাসিন্দা আমিরচাঁদ মণ্ডল। পরিবারে স্ত্রী ছাড়া আছে তিন ছেলে দুই মেয়ে। ১৯৮৪ সালে ধনচি ক্যাম্পে অস্থায়ী বনকর্মী হিসেবে কাজ শুরু হয় আমির চাঁদের।এরপর ১৯৮৭ সালের ২২ জানুয়ারিতে সরকারি ভাবে প্রথম বোটম্যান হিসেবে কুলতলি বিটে কাজে যোগ দেন তিনি।এই বোটম্যান থেকে বনরক্ষীতে পদোন্নতি হয় আমিরচাঁদের। শুধু বাঘ ধরা নয় সুন্দরবনের নদীতে জলদস্যু আক্রমনও ঠেকিয়ে ছিলেন তিনি। এই জলদস্যুদের কবল থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করার জন্য প্রাক্তন বনমন্ত্রী যোগেশ বর্মন ও পুরস্কৃত করেন আমিরচাঁদকে। বাঘকে বন্দুক দিয়ে ঘুম পাড়ানো কাজে প্রশিক্ষন ছিল তাঁর। এই দক্ষ বনকর্মীর ভূয়সী প্রশংসা করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগীয় আধিকারিকরা।

প্রথম নজর

লুসাইল কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত ইসমাইল হানিয়া

আপনজন ডেস্ক: হামাস প্রধান ইসমাইল হানিয়াকে কাতারের লুসাইল রয়্যাল কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। শুক্রবার কাতারের সবচেয়ে বড় মসজিদ ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাবে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।
হানিয়ার জানাজায় হামাসের উচ্চপদস্থ নেতারা উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে খালিদ মিশালও ছিলেন। তিনি হানিয়ার স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। হামাসের নেতারা বৃহস্পতিবার দোহা বিমানবন্দরে হানিয়াকে বহনকারী কফিন গ্রহণ করতে আসেন।
গত বুধবার তেহরানে গুপ্তহত্যার শিকার হন ইসমাইল হানিয়া। তিনি ইরানের নতুন প্রেসিডেন্ট মাসুজ পেজেশকিয়ানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তেহরানে যান এবং অনুষ্ঠান শেষে একটি গেস্ট হাউজে ওঠেন। সেখানেই আগে থেকে রাখা বোমা বিস্ফোরণে তিনি ও এক দেহরক্ষী নিহত হন।
বৃহস্পতিবার তেহরানে হানিয়ার প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ইমামতি করেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি। জানাজা শেষে তার মরদেহ বহনকারী কফিন তেহরানের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে।
ইসমাইল হানিয়াকে হত্যার পর মধ্যপ্রাচ্যে নতুন সংঘাতের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ইরান হুমকি দিয়েছে, তারা হানিয়া হত্যার প্রতিশোধ নিতে ইসরায়েলে আঘাত হানবে। এমন আশঙ্কা থেকে ইসরায়েলও প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। বিশ্বের অনেক বিমান সংস্থা ইসরায়েলের তেল আবিবে বিমান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে।

ইনস্টাগ্রাম নিষিদ্ধ করল তুরস্ক

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠী হামাসের শীর্ষ নেতা ও রাজনৈতিক শাখার প্রধান ইসমাইল হানিয়ার নিহতের সংবাদ এবং এ ঘটনায় যারা স্বান্তনা জানিয়েছেন, তাদের পোস্ট ‘সেন্সর’ করায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রাম নিষিদ্ধ করেছে তুরস্কের সরকার।
শুক্রবার (২ অক্টোবর) দেশটির তথ্য যোগাযোগমন্ত্রী ফাহরেত্তিন আলতুন এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় এই যোগাযোগমাধ্যমের প্রতি নিন্দাও জানিয়েছেন তিনি।
বিবৃতিতে আলতুন বলেন, ‘ইসমাইল হানিয়ার শাহাদাৎবরণ সংক্রান্ত কোনো সংবাদ ইনস্টাগ্রামে নেই। তার মৃত্যুতে শোক জানিয়ে যারা পোস্ট দিতে চাইছেণ, তারা অভিযোগ করেছেন যে ইনস্টাগ্রামে তারা পোস্ট করতে পারছে না। এটা নিশ্চিতভাবেই সেন্সরশিপের কারণে ঘটছে।’
‘যে প্রতিষ্ঠান মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বাধা দেয়, আমরা তার কঠোর নিন্দা জানাই। এ ধরনের সেন্সরশিপ কখনও গ্রহণযোগ্য নয়। আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য তুরস্কে ইনস্টাগ্রাম বন্ধ করা হলো।’
বিশ্বের অন্য অনেক দেশের মতো তুরস্কেও সবচেয়ে জনপ্রিয় যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রাম। তুরস্কের পরিসংখ্যান দপ্তরের তথ্য অনুসারে, দেশটির মোট জনসংখ্যা ৮ লাখ ৩০ হাজার। এর মধ্যে ৫ লাখ ৮০ হাজার মানুষ ইনস্টাগ্রাম ব্যবহার করেন।
প্রসঙ্গত, ইরানের নতুন প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তেহরানে গিয়েছিলেন হামাসের শীর্ষ নেতা ও রাজনৈতিক শাখার প্রধান ইসমাইল হানিয়া। তেহরানের যে বাসভবনে তিনি উঠেছিলেন, সেখানেই এক দেহরক্ষীসহ নিহত হন হানিয়া। এখন পর্যন্ত হত্যার দায় কেউ স্বীকার করেনি, তবে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যে ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা সরাসরি সংশ্লিষ্ট, সে সম্পর্কে নিশ্চিত প্রায় সবাই।

আমেরিকা-রাশিয়ার ঐতিহাসিক বন্দি বিনিময়

আপনজন ডেস্ক: স্নায়ুযুদ্ধের মধ্যেই বন্দি বিনিময় করেছে রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন সাংবাদিক ইভান গার্শকোভিচ এবং সাবেক মার্কিন নৌসেনা পল হুইলেনকে মুক্তি দিয়েছে রাশিয়া। স্নায়ুযুদ্ধের পর এটাই বৃহত্তম বন্দি বিনিময়। গত এক বছর ধরে চলা বন্দি বিনিময় আলোচনায় যুক্ত ছিল যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জার্মানি সহ আরও তিন দেশ। বেশ গোপনীয়তা অবলম্বন করে বন্দি বিনিময়ের চুক্তিতে পৌঁছেছে রাশিয়া এবং পশ্চিমা দেশগুলো। এরমাধ্যমে মার্কিন সাংবাদিক ও নৌসেনাসহ উভয়পক্ষের মোট ২৪ জনকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউজ। বৃহস্পতিবার রাতে এই বন্দি বিনিময় চুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়। চুক্তির আওতায় রাশিয়ার কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন ১৬ জন। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন পশ্চিমা দেশগুলোর বিভিন্ন কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন আট বন্দি। এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।
এতে বলা হয়, পশ্চিমা দেশগুলো থেকে ছাড়া পাওয়াদের মধ্যে বার্লিনে নির্বাসিত ভিন্নমতালম্বীকে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত ভাদিম ক্রাসিকভও রয়েছেন।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বন্দি বিনিময় চুক্তিটিকে ‘কূটনৈতিক এবং বন্ধুত্বের বিশাল কীর্তি’ হিসেবে স্বাগত জানিয়েছেন এবং ওয়াশিংটনের মিত্রদের ‘সাহসী সিদ্ধান্তের’ জন্য প্রশংসা করেছেন। মুক্ত হওয়া বন্দিদের যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে স্বাগত জানিয়েছেন বাইডেন ও ডেমোক্র্যাট দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমালা হ্যারিস। বন্দিদের আত্মীয়দের পাশে ছিলেন বাইডেন। তিনি এর আগে হোয়াইট হাউসে বলেছিলেন, এই পৃথিবীতে বন্ধু থাকা কেন গুরুত্বপূর্ণ তার একটি শক্তিশালী উদাহরণ স্পষ্ট হলো। তিনি জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎসের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।
রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মস্কোতে বন্দিদের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাদের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে বন্দি বিনিময় চুক্তিতে সাফল্য পাওয়ায় ডেমোক্র্যাট দলের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা। কেননা এই চুক্তিকে বাইডেন প্রশাসনের কূটনৈতিক সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। এরইমধ্যে নির্বাচনে বাইডেনের দল থেকে কমালা হ্যারিসকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে সমর্থন করেছেন বাইডেন ও দলের অন্যতম শীর্ষ নেতারা। এতে আগামী নির্বাচনে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের শক্ত প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন কমালা হ্যারিস।
অন্যদিকে এই বন্দি বিনিময় চুক্তি মার্কিন কূটনীতির জন্য দীর্ঘস্থায়ী কোনো সাফল্য নয় বলেও মনে করছেন অনেকে। এরমাধ্যমে মার্কিন-রুশ সম্পর্কের কোনো পরিবর্তন হবেনা বলেও ধারণা তাদের। মার্কিন উপ-জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন ফিনার সিএনএনকে বলেছেন, বন্দি বিনিময় সত্ত্বেও ওয়াশিংটন এবং ক্রেমলিন সম্পর্ক এখনও খুব কঠিন জায়গাতেই অবস্থান করছে। এই বন্দি বিনিময় আলোচনার সাথে ভিতরগত সম্পর্ক উন্নয়নের বিশ্বাস জড়িত নয় বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের ৩০০তম দিন

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের ৩০০তম দিন পূর্ণ হয়েছে আজ। গত বছরের ৭ই অক্টোবর থেকে গাজা ও পশ্চিম তীরে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে হত্যার শিকার হয়েছেন ৪০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি। সেই হিসেবে এসময়ে প্রতিদিন পুরো ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি বাহিনী গড়ে ১৩৩ জনের বেশি লোককে হত্যা করেছে।
শুক্রবার (২ আগস্ট) ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৭ অক্টোবরের পর থেকে গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা ৩৯ হাজার ৪৮০। একই সময়ে পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনী হত্যা করেছে আরো ৫৯৪ জনকে। সবমিলিয়ে বিগত ৩০০ দিনে ইসরায়েল ফিলিস্তিনে ৪০ হাজার ৭৪ জনকে হত্যা করেছে।
গাজায় নিহতদের মধ্যে ১৫ হাজারেরও বেশি শিশু। এছাড়া ১০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি এখনও নিখোঁজ। এর বাইরে, গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে আহত হয়েছেন ৯১ হাজার ১২৮ জন। একই সময়ে পশ্চিম তীরে নিহত ৫৪৯ জনের মধ্যে ১৪৪ জনই শিশু। এছাড়া এই অঞ্চলটিতে আহত হয়েছেন আরো ৫ হাজার ৩৫০ জন।
গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের ৩০০তম দিন উপলক্ষ্যে ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক ও তাত্ত্বিক নুরা ইরাকাত বলেছেন, ‘এটি বিদ্বেষজনক ও লজ্জাজনক যে, বিশ্ব সবচেয়ে ভয়ংকর, সবচেয়ে নির্মম ঔপনিবেশিক গণহত্যা বন্ধ করতে পারেনি।’ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করা এক পোস্টে ইরাকাত বলেছেন, ‘গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যায় উন্নত অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে, যা অঞ্চলটিতে রোগের বিস্তার ঘটিয়েছে, সেখানকার মাটি বিষাক্ত করে তুলেছে। পাশাপাশি যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতনও চালিয়েছে তারা।’
প্রসঙ্গত, গত বছরের ৭ই অক্টোবর ইসরায়েলের সীমান্ত পেরিয়ে আকস্মিক হামলা চালায় ফিলিস্তিনের সশস্ত্র সংগঠন হামাস। ওই হামলায় ১২০০ ইসরায়েলি নাগরিক প্রাণ হারান। সেসময় ২৫০ জনের বেশি মানুষকে জিম্মি করা হয়। ওই হামলার পরপরই গাজায় ব্যাপক হামলা শুরু করে ইসরায়েল।
হামাস ও ইসরায়েল, দুই পক্ষই যুদ্ধবিরতি নিয়ে বেশ কয়েকবার আলোচনার উদ্যোগ নিলেও শেষ পর্যন্ত স্থায়ী কোনো সমাধানে আসতে পারেনি। এর মধ্যে ইসরায়েলি গুপ্ত হামলায় হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়া।
গাজা যুদ্ধ এখন শুধু ফিলিস্তিনে সীমাবদ্ধ নয়। হামাসের পক্ষে ইসরায়েলের লেবানন সীমান্তে পাল্টাপাল্টি হামলায় জড়িয়ে পড়েছে ইরানপন্থি হিজবুল্লাহ। ইতোমধ্যে অধিকৃত গোলান মালভূমিতে হামলা চালিয়েছে সশস্ত্র গোষ্ঠীটি। প্রতিশোধ নিতে লেবাননে হামলা চালিয়ে হিজবুল্লাহর শীর্ষ কমান্ডার ফুয়াদ শুকরকে হত্যা করেছে ইসরায়েল।

আমরা জবাব দেব এবং সেটাই চূড়ান্ত: হিজবুল্লাহ মহাসচিব

আপনজন ডেস্ক: লেবাননের ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন হিজবুল্লাহর মহাসচিব সাইয়েদ হাসান নাসরুল্লাহ বলেছেন, ফিলিস্তিনের ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের প্রধান ইসমাইল হানিয়া এবং হিজবুল্লাহর শীর্ষ সামরিক কমান্ডার ফুয়াদ শুকুরকে হত্যার পর যুদ্ধ নতুন অধ্যায় পৌঁছেছে। গতকাল (বৃহস্পতিবার) ফুয়াদ শুকুরের জানাযা ও দাফন অনুষ্ঠানের আগে দেয়া ভাষণে একথা বলেন হিজবুল্লাহ মহাসচিব। তিনি বলেন, এসব গুপ্তহত্যার মধ্যদিয়ে ইহুদিবাদী ইসরাইল সমস্ত রেড লাইন অতিক্রম করেছে এবং তাদেরকে অবশ্যই গাজার সমর্থক সমস্ত ফ্রন্ট থেকে প্রতিশোধের মুখে পড়তে হবে। হিজবুল্লাহ মহাসচিব বলেন, “বেশ কয়েকটি দেশ থেকে হিজবুল্লাহকে গুপ্তহত্যার প্রতিশোধ না নিতে কিংবা সামান্য মাত্রায় হামলা চালাতে অনুরোধ জানানো হয়েছে কিন্তু জবাব না দেয়া হিজবুল্লাহর জন্য অসম্ভব ব্যাপার।” ইহুদিবাদী ইসরাইলকে লক্ষ্য করে হিজবুল্লাহ মহাসচিব স্পষ্টভাবে বলেন, “এই বিষয়ে কোনো আলোচনা নেই। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যে বিষয়টি আছে সেটি হচ্ছে কয়েকটি দিন, কয়েকটি রাত এবং যুদ্ধক্ষেত্র।”
সাইয়েদ হাসান নাসারুল্লাহ বলেন, “আমি বলছি না যে, উপযুক্ত সময় ও স্থানে এই গুপ্তহত্যার যথাযথ জবাব দেয়ার অধিকার আমাদের আছে। আমি অবশ্যই তা বলছি না, আমি বলছি- আমরা জবাব দেবো এবং সেটাই চূড়ান্ত।” হিজবুল্লাহ মহাসচিব আবারো বলেন, গত শনিবার অধিকৃত গোলান মালভূমির দ্রুজ অধিবাসী অধ্যুষিত মাজদাল শামস শহরে রকেট হামলায় ১২ শিশু নিহতের ঘটনার সাথে হিজবুল্লাহ কোনোভাবেই জড়িত নয়। তিনি বলেন, হিজবুল্লাহ যদি কোনো ভুল করত এবং বেসামরিক নাগরিক হত্যা করত তাহলে সেই ভুল হিজবুল্লাহ স্বীকার করত। এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে ইসরাইলের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থেকে ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে। তিনি বলেন, হিজবুল্লাহ কমান্ডারদের হত্যার অজুহাত দাঁড় করাতে ইসরাইল ইচ্ছাকৃতভাবে মাজদাল শামস শহরে হামলা চালিয়েছে। এই হামলার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে সেখানকার শিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে দ্রুজ সম্প্রদায়কে ক্ষেপিয়ে তোলা। হাসান নাসরুল্লাহ বলেন, এই হত্যাকাণ্ডের পর যখন ইহুদিবাদী ইসরাইল দেখেছে যে, নিহতদের বেশিরভাগই শিশু তখন দ্রুত গতিতে এই হামলার দায় হিজবুল্লাহর কাঁধে চাপানোর চেষ্টা করেছে। তিনি বলেন, “আমাদের কাছে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে যা থেকে পরিষ্কার হয় যে, ইসরাইলি সিস্টেম থেকে ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্রগুলো প্রায়ই আকর শহর এবং অধিকৃত এলাকার অন্যান্য অঞ্চলে আঘাত করেছে।” হিজবুল্লাহ মহাসচিব বলেন, “অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি সমর্থন দেয়ার কারণে হিজবুল্লাহকে চড়ামূল্য দিতে হচ্ছে। তবে এটা নতুন কিছু নয়, আমরা এই মূল্যকে বরণ করে নিয়েছি।

জুমার খুতবায় হানিয়াকে স্মরণ আল-আকসার ইমামের

আপনজন ডেস্ক: শুক্রবার জুমার নামাজের পর মুসলিমদের তৃতীয় পবিত্র মসজিদ আল-আকসার ইমাম শেখ একরিমা সাবরি ইসমাইল হানিয়াকে স্মরণ করে দোয়া করেছেন। তিনি বলেন, ‘জেরুজালেমের বাসিন্দারা শহীদকে ক্ষমা করার জন্য দোয়া করছেন। আমরা আল্লাহর কাছে অনুরোধ করছি ইসমাইল হানিয়াকে যেন তিনি জান্নাত দান করেন।’
ইসমাইল হানিয়াকে নিয়ে দোয়া করায় ইসরায়েলের পুলিশ আল-আকসার ইমামের বিরুদ্ধে ‘উস্কানি প্রদানের’ অভিযোগে তদন্ত শুরু করেছে। ইসরায়েলি পুলিশ বলছে, তারা তদন্ত করবে সাবরি কোনো ধরনের উস্কানিমূলক কথা বলেছেন কিনা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

তীব্র ক্ষুধায় বিপর্যস্ত সুদানের অর্ধেকের বেশি মানুষ: জাতিসঙ্ঘ

আপনজন ডেস্ক: সুদানের অর্ধেকের বেশি মানুষ এখন তীব্র ক্ষুধার মুখোমুখি হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসঙ্ঘ।
বৃহস্পতিবার জাতিসঙ্ঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিক দৈনিক ব্রিফিংয়ে বলেন, ‘সুদানের অর্ধেকের বেশি জনগোষ্ঠী অর্থাৎ ২ কোটি ৬০ লাখ মানুষ এখন তীব্র ক্ষুধার মুখোমুখি, যার মধ্যে ৭ লাখ ৫৫ হাজার মানুষ প্রতিদিন বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে।
তিনি আরো বলেন, ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্লাসিফিকেশনের (আইপিসি) সর্বশেষ প্রতিবেদনে সুদানে আইপিসি জরিপের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিপর্যয়কর ক্ষুধা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।
আসন্ন মাসগুলোতে দেশটির ১৪টি এলাকাকে দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিতে রাখা হয়েছে বলে জানান দুজারিক। তিনি বলেন, ‘সেখানকার পরিস্থিতি বুঝতে চাইলে জেনে নিন, গড় প্রতি দুইজনের একজন সুদানি প্রতিদিনকার প্রয়োজনীয় খাবার সংগ্রহ করতে লড়ছে।’
দুজারিক বলেন, সুদান জুড়ে বিশেষত দুর্গম অঞ্চলে লাখ লাখ মানুষকে তাৎক্ষণিক সহায়তার উপায় বের করে আরো জীবন বাঁচাতে কাজ করছে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি)।
দুর্ভিক্ষ এড়াতে প্রয়োজনীয় মাত্রায় সহায়তা নিশ্চিতে তহবিলের পরিমাণ বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা জানিয়ে তিনি বলেন, ডব্লিউএফপি সতর্ক করে দিয়েছে যে দুর্ভিক্ষ এড়াতে চাইলে সময়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে।
গত ২০২৩ সালের এপ্রিলে শুরু হওয়া বর্তমান যুদ্ধ বন্ধ না হলে সুদানের আরো বেশি মানুষকে ক্ষুধার ভয়াবহ মাত্রায় ঠেলে দেয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে জাতিসঙ্ঘ ও তার সহযোগী সংস্থাগুলো।

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল গন যথাক্রমে ১। খাইরুল ইসলাম গাজী ২। ওহিদুল গাজী উভয়ের পিতা মৃত নুর ইসলাম গাজী ৩। সাবানা খাতুন বিবি স্বামী সহিদুল ইসলাম গাজী ৪। জান্নাতুন ফিরদৌসী, স্বামী ইনদাদুল গাজী ৫। রাকিবুল ইসলাম গাজী পিতা মৃত নুর ইসলাম গাজী সকলের সাং রাউতাড়া, পোষ্ট পদ্মলাভপুর, থানা আমডাঙ্গা, পিন নং-৭৪৩২২১।
আমডাঙ্গা থানার অন্তর্গত মৌজা রাউতাড়া গ্রামে নিম্ন তপশিল বর্ণিত ১০.৩৩ শতক জমি বিগত ইংরাজী ১৫.০২.২০২৪ তারিখে আমডাঙ্গা সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৫৮৮ নং সাফ কোবালা দলিল মূলে জাহাঙ্গীর আলম, আলমগীর মন্ডল, ছরোউদ্দিন মন্ডল গিয়াসুদ্দিন মন্ডল আয়েশা বিবি গনের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তরদ্বয় যথক্রমে ১। সরিফুল আলি ২। আজিজেল হক এর নিকট হইতে খরিদ করেন (আমমোক্তার নামা দলিল নং-২০৬/২০২৪... আমডাঙ্গা সাব রেজিষ্ট্রী অফিস)।
মৌজা-রাউতাড়া, J.L-39, দাগ নং- ৩২৯. খতিয়ান নং-২৫৩। এক্ষণে উক্ত সম্পত্তি আমার মক্কেল গন তাহাদের নিজ নামে রেকর্ড করানোর জন্য বি.এল. এ্যান্ড.এল.আর.ও অফিসে আবেদন করাতে চান। উক্ত জমিতে কার ও কোন আপত্তি বা দাবী থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে আমার সহিত অথবা বি.এল. এ্যান্ড. এল. আর. ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা

সেখ মরতেজ আলি পিতা সেখ মারফত আলি। সাং দক্ষিন হরিশপুর পোস্ট পানপুর থানা আমতা জেলা হাওড়া।
বিগত ইং-২৪/৯/ ২০১০ তারিখে আমতা সাব রেজিস্ট্রারী অফিসে ৪নং বহির ৪৪ নং দলিল মূলে কোহিনুর বেগম স্বামী সেখ মহিনুদ্দিন সাং চন্দ্রপুর থানা আমতা জেলা হাওড়া।
দক্ষিণ হরিশপুর নিবাসী সেখ তোজাম্মুল হক পিতা সেখ এনামুল হক মহাশয় কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী তোজাম্মল হক বিগত ১৩/১২/২০১০ তারিখে আমতা সাব রেজিস্ট্রি অফিসে ৪ নং বহির ৪৮৬৬ নম্বর দলিল মূলে আমাকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
মৌজা দক্ষিণ হরিশপুর। হাল. জে.এল ১৪৯। সাবে খতিয়ান ২৭৯ হাল খতিয়ান ৯০৪. সাবেক দাগ ২১১ হালদাগ ২১৩ যোল আনায় আমমোক্তার কৃত সম্পত্তির পরিমাণ ১১ শতক.
এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারো যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে এক মাসের মধ্যে জানাতে হবে।

ইতি
সেখ মরতেজ আলী
পিতা সেখ মারফত আলি সাং দক্ষিণ হরিশপুর পোস্ট পানপুর থানা আমতা জেলা হাওড়া।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৪২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২২ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৪২	৫.০৯
যোহর	১১.৪৭	
আসর	৪.১৮	
মাগরিব	৬.২২	
এশা	৭.৩৮	
তাহাজ্জুদ	১১.০২	

চিনে বন্যা ও ভূমিধসে ৩০ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: চীনের উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ হুনানে ভারি বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসে ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া এখনও নিখোঁজ রয়েছেন অন্তত ৩৫ জন মানুষ। শুক্রবার (২ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত বার্তা সংস্থা শিনহুয়া। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় হুনানের জিজিয়াং জেলায় রেকর্ড ৬৪৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং এখনও ঝরছে বৃষ্টি।

নতুন নাগরিকত্ব আইনের পর জার্মান পাসপোর্ট পেতে হুড়াহুড়ি

আপনজন ডেস্ক: নাগরিকত্ব আইনের সংস্কারের ফলে জার্মান পাসপোর্ট পাওয়া আরো সহজ হয়েছে। তাই এ পাসপোর্ট পেতে আবেদন করছেন অনেকেই। শুধু বার্লিনেই জুন মাসে প্রায় চার হাজার আবেদন জমা পড়েছে। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ১৩৩ জন আবেদন করেছেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে একজন কর্মী এ কথা জানান। যদিও জুলাইয়ের কোনো পরিসংখ্যান এখনো পাওয়া যায়নি। তবে বার্লিন অফিসে তিন সপ্তাহে পাঁচ হাজারের বেশি আবেদন জমা পড়েছে।
নতুন আইনটি ২৭ জুন থেকে কার্যকর হয়েছে। ২৭ জুন থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২০০ আবেদন জমা পড়েছে বার্লিনের অফিসে। পরিসংখ্যান বলছে, হাজার হাজার মানুষ আবেদন করায় প্রক্রিয়া এখন আরো দীর্ঘতর হতে পারে। জার্মানির ১৬টি রাজ্যের প্রতিটিতে ‘ন্যাচারালাইজেশন’ কর্তৃপক্ষ রয়েছে। তারাই আবেদন প্রক্রিয়াকরণের বিষয়টি দেখেন। বার্লিন একটা থ্রি-সিটি স্টেট, অর্থাৎ তিনটি বড় শহর বার্লিনের আওতায় রয়েছে। বাভারিয়ায় রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, জানুয়ারি থেকে মে মাসে গড়ে পাঁচ হাজার ৬০০টির বেশি আবেদন জমা পড়েছিল। জুন মাসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে আট হাজার ৪০০।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ২০৯ সংখ্যা, ১৮ শ্রাবণ ১৪৩১, ২৭ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি

বোধোদয়

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি বরাবরই বিশৃঙ্খল। তাহার কারণও নিশ্চয়ই রহিয়াছে। এই সকল দেশে রহিয়াছে আইনের শাসনের ঘাটতি। জোর যাহার মুল্লুক তাহার–এই নীতি আজও বিদ্যমান। নাগরিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে এই সকল দেশ উদাসীন ও অযত্নশীল। জাতীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি ভঙ্গুর। ফলে এই সকল দেশ যাহারা পরিচালনা করেন, তাহাদের অনেক কাঠখড় পোড়াইতে হয়। তাহারা সমস্যার আসল জায়গায় হাত দিতে পারেন না বা দেন না। ইহাতে এই সকল দেশ ম্যানেজ করা সকল সময় সহজ হয় না। অনেক সময় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলিয়া যায় যে, ম্যানেজ করিবার মতো পরিবেশই আর থাকে না। তখন চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে একসময় সহজ সমাধান হিসাবে দেখা দিত মার্শাল ল'। ইহাতে সংবিধান স্থগিত হইয়া যাইত। পরিস্থিতির উন্নতি হইলে আবার ফিরিয়া আসিত বেসামরিক সরকার; কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি ম্যানেজ করিবার এই অস্ত্রে এখন আর ধার নাই বলিলেই চলে। আজকাল মার্শাল ল দেখা যায় কদাচিৎ। তবে এখন অনেক উন্নয়নশীল দেশে ইহার নবসংস্করণ হইতেছে পুলিশি শাসন। এই সকল দেশকে পুলিশি রাষ্ট্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম অনেক দিক দিয়াই তাহারা আজ স্বয়ংসম্পন্ন ও অধিকতর শক্তিশালী। তাই পুলিশ দিয়া যেইখানে শৃঙ্খলা আনা যায়, সেইখানে সেনাবাহিনীর কী দরকার? তাহারা কি নিজ দেশে যুদ্ধ করিবেন? অনেক উন্নয়নশীল দেশ আজ অর্থনৈতিক দিক হইতে উন্নত হইয়াছে। কোনো কোনো ক্ষেত্র বা সূচকের কথা বিবেচনা করিলে তাহাদের উন্নত দেশের সহিতও তুলনা করা যাইতে পারে; কিন্তু উন্নত দেশের মতো উন্নয়ন হইলেও রাজনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহাদের পূর্বের মতোই পশ্চাত্পদতা রহিয়া গিয়াছে। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহার অবনতি হইয়াছে। ইহাতে দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা এমন পর্যায়ে চলিয়া গিয়াছে, সেইখানে শুধু পুলিশি শাসন বজায় আর মামলা-মোকদ্দমা দিয়া সকল কিছু সামলানো যাইবে কি না, সন্দেহ। সেই সকল দেশে বিরোধী দলের স্পেস দিনদিন সংকুচিত হইয়া আসিতেছে। এমনকি কোনো কোনো দেশে বিরোধী দলের অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। স্থানীয় পর্যায়ে তৈরি হইয়াছে মাস্তান ও গুন্ডাবাহিনী। তাহারাই তৃণমূল পর্যন্ত দাপাইয়া বেড়াইতেছে। তাহারা স্থানীয় প্রশাসনকে ম্যানেজ করিয়া সাধারণ নাগরিকদের উপর চালাইতেছে স্টিমরোলার। বড় সমস্যা হইল, যাহারা সরকারি দলে অনুপ্রবেশকারী এবং উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে তাহাদের দৌরাত্ম্য আরো অধিক। তাহাদের অনেকে রাতারাতি সরকারি দলের সমর্থক বনিয়া গিয়াছে। তাহারা যে সেই দলের আসল লোক নহে, তাহা অনেকেরই অজানা নহে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা বর্ণচোরা, সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানী। দল বিপদে পড়িলে যে কোনো সময় তাহারা কাটিয়া পড়িতে কার্পণ্য করিবে না। তাহাদের কেহ কেহ দেশের স্বাধীনতাবিরোধীও। দেশ ও দলের প্রতি তাহাদের কোনো মায়া নাই। তাহারা নিজেদের স্বার্থকেই সর্বদা বড় করিয়া দেখে; কিন্তু তাহারাই যখন সরকারি ও অন্যান্য দলের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়িয়া গুরুত্বপূর্ণ পদপদবি বাগাইয়া লয় এবং ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে চলিয়া যায়, তখন তাহাদের দ্বারা যে কোনো অন্যায় ও অনিয়ম করা মোটেও অসম্ভব নহে। তাহাদের অত্যাচার-নির্যাতনে এখন স্থানীয় এলাকায় বসবাস করা শান্তিপূর্ণ ও নিরীহ মানুষের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইল, উন্নয়নশীল দেশে এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরি হইল কেন? এমন তো নহে যে, এই দুঃসহ পরিস্থিতি এক দিনেই সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের ব্যাপারে সজাগ থাকিবার কথা সচেতন মহল বলিলেও কে শুনে কাহার কথা? এই জন্য দেখা যায়, এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে কোথাও না কোথাও অস্থিরতা লাগিয়াই আছে। তাহাদের ব্যাপারে শাসকদের বোধোদয় না হইলে তাহার পরিণতি কখনোই শুভ হইবে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

কেরালার ভূমিধসে মৃতের সংখ্যা তিনশ ছাড়িয়েছে, এত বড় বিপর্যয় কীভাবে হল?

BBC NEWS বাংলা

কেরালার ওয়েনাড জেলায় গত মঙ্গলবার ভোররাতে প্রবল ভূমিধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে অন্তত ৩০৮। শুক্রবার সকালে সংবাদ সংস্থা এএনআই কেরালার স্বাস্থ্য মন্ত্রী ভিনা জর্জকে উদ্ধৃত করে এখবর জানিয়েছে। **বিবিসির বিশ্লেষণ**

কেরালার ওয়েনাড জেলায় গত মঙ্গলবার ভোররাতে প্রবল ভূমিধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে অন্তত ৩০৮। শুক্রবার সকালে সংবাদ সংস্থা এএনআই কেরালার স্বাস্থ্য মন্ত্রী ভিনা জর্জকে উদ্ধৃত করে এখবর জানিয়েছে।

তারিখটা ছিল ৩০শে জুলাই। কেরলের ওয়েনাড জেলার মুন্ডাক্কাই। সেলসম্যান অজয় ঘোষ প্রচণ্ড একটা আওয়াজে কেঁপে উঠেছিলেন।

প্রথম কিছুক্ষণ তিনি বুঝতেই পারেননি ওই আওয়াজটা কিসের। এরপরই ভারী বৃষ্টির সঙ্গে বয়ে আসতে থাকে কাদার স্রোত।

অজয় ঘোষ বিবিসির ইমরান কুরেশিকে বলেন, "রাত ১টা ৫০ মিনিট নাগাদ বিকট শব্দে আমাদের ঘুম ভাঙে। আমরা বুঝতে পারলাম যে চারদিক থেকে প্রচুর পরিমাণে কাদার স্রোত বইছে।"

মি. ঘোষ বলছিলেন যে তিনি 'ভাগ্যবান' কারণ তিনি ভূমিধসে তার পরিবারের কোনও সদস্যকে হারাননি, তবে তার বাড়ির কাছেই এক জায়গাতেই ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ভূমিধস এতটাই তীব্র ছিল যে প্রায় ৯০ কিলোমিটার দূরে পাশের জেলা মালাপ্পুরমের নীলাম্বুর জঙ্গলেও তার প্রভাব পড়েছে। ওই এলাকা থেকে ৩০টি মৃতদেহ উদ্ধার করেছেন উদ্ধারকারীরা।

ত্রাণ শিবিরে ১১ হাজার মানুষ বুধবার পার্লামেন্টের উচ্চ-কক্ষ রাজ্যসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দাবি করেন যে ২৩শে জুলাই কেরালা সরকারকে সতর্ক করা হয়েছিল।

তবে কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন বলেছেন, ওয়েনাডে ধ্বংসযজ্ঞের বেশ কয়েক ঘণ্টা পর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে তথ্য পাওয়া গেছে।

বিরোধী সংসদ সদস্যদের অভিযোগ, আরও উন্নত ব্যবস্থাপনা থাকলে বহু মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো যেত।

অন্যদিকে ওয়েনাডে ভূমিধসে কয়েক হাজার মানুষ ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। রাজ্য সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ১০২ টি শিবিরে প্রায় ১১ হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। চুড়ামালার চা বাগিচা এবং মুন্ডাক্কাইয়ে এলাচ বাগিচা অঞ্চলেও ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে।

ওইসব বাগিচার এলাকাগুলোতে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে কাজ করতে যাওয়া কয়েক হাজার পরিযায়ী শ্রমিক বসবাস করেন।

বৃহস্পতিবার ওয়েনাডে গিয়েছিলেন সেখানকার সদ্য প্রাক্তন সংসদ সদস্য রাহুল গান্ধী ও তার বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। রাহুল গান্ধী ওই আসনটি থেকে পদত্যাগ করার পরে এখন সেখান থেকে ভোটে লড়বেন তার বোন।

ভূমিধসের ঘটনা আগেও হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পরিবেশ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি, যা মাধব গ্যাডগিল কমিশন নামে পরিচিত, তাদের ২০১১ সালে জমা দেওয়া রিপোর্টে এই পুরো এলাকাকে ইকো-সেনসিটিভ এরিয়া (ইএসজেড) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। ওই প্রতিবেদনটিকে মাধব গ্যাডগিল রিপোর্ট নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

প্রতিবেদনে বেশি সংবেদনশীল, কিছুটা কম সংবেদনশীল ও সবথেকে কম সংবেদনশীল – এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। কেরালা, কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ুর সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং রাজ্য সরকার ধারাবাহিকভাবে ওই প্রতিবেদনের বিরোধিতা করে এসেছে।

> সাম্প্রতিক বছরগুলিতে চা-কফি-এলাচ বাগিচা ছাড়াও কিছু অন্যান্য কর্মকাণ্ডেরও অনুমতি দিয়েছে কেরালা সরকার। ওয়েনাড জেলার পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিধস কোনও নতুন বিষয় নয়। চূড়ালমালা-মুন্ডাক্কাই অঞ্চল থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছিল ২০১৯ সালে। ওই এলাকায় ছোটবড় মিলিয়ে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে অন্তত ৫১টি ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। কেরালা ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (কেএফআরআই) এক প্রতিবেদনে ভূমিধসের জন্য পাথর উত্তোলনকে দায়ী করা হয়েছে। কোচি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডভান্সড সেন্টার ফর অ্যাটমোস্ফেরিক রেডার রিসার্চের পরিচালক অভিলাষ এস বিবিসির ইমরান কুরেশিকে বলেন, "গত দুই সপ্তাহের ভারী বৃষ্টির পর মঙ্গলবার আরও বেশি বৃষ্টি হয়েছে। এটা হয়ত ভূমিধসের প্রধান কারণ নয়, তবে নিশ্চিতভাবেই এটিকে অন্যতম মূল কারণ বলা যেতে পারে।
> "গোটা অঞ্চলে ৬০-৭০ শতাংশ বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। সব আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকেই ৩৪ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতের খবর পাওয়া গেছে। এর আগে ২০১৯ সালে মাত্র একদিনে বৃষ্টিপাত হয়েছিল ৩৪ সেন্টিমিটার," বলছিলেন অভিলাষ এস।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে চা-কফি-এলাচ বাগিচা ছাড়াও কিছু অন্যান্য কর্মকাণ্ডেরও অনুমতি দিয়েছে কেরালা সরকার।

ওয়েনাড জেলার পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিধস কোনও নতুন বিষয় নয়। চূড়ালমালা-মুন্ডাক্কাই অঞ্চল থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছিল ২০১৯ সালে। ওই এলাকায় ছোটবড় মিলিয়ে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে অন্তত ৫১টি ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে।

কেরালা ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (কেএফআরআই) এক প্রতিবেদনে ভূমিধসের জন্য পাথর উত্তোলনকে দায়ী করা হয়েছে।

কোচি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডভান্সড সেন্টার ফর অ্যাটমোস্ফেরিক রেডার রিসার্চের পরিচালক অভিলাষ এস বিবিসির ইমরান কুরেশিকে বলেন, "গত দুই সপ্তাহের ভারী বৃষ্টির পর মঙ্গলবার আরও বেশি বৃষ্টি হয়েছে। এটা হয়ত ভূমিধসের প্রধান কারণ নয়, তবে নিশ্চিতভাবেই এটিকে অন্যতম মূল কারণ বলা যেতে পারে।

"গোটা অঞ্চলে ৬০-৭০ শতাংশ বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। সব আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকেই ৩৪ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতের খবর পাওয়া গেছে। এর আগে ২০১৯ সালে মাত্র একদিনে বৃষ্টিপাত হয়েছিল ৩৪ সেন্টিমিটার," বলছিলেন অভিলাষ এস।

অন্যদিকে কেরালা ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (কেএফআরআই) বিজ্ঞানী ডক্টর টিভি সঞ্জীব মানচিত্র দেখিয়ে বলেছেন, চুড়ালমালা থেকে ৪.৬৫ কিলোমিটার এবং মুন্ডাক্কাই থেকে ৫.৯ কিলোমিটার দূরে খনন কাজ চলছিল।

তার কথায়, "খনিতে বিস্ফোরণ ঘটানো হলে সেখান থেকে যে কম্পন তৈরি হয়, তা অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এই পুরো এলাকাটি এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। একমাত্র কিছুটা স্বাভাবিক রয়েছে বড় বড় বৃক্ষগুলি।

"সাম্প্রতিক বছরগুলিতে একটি নতুন আইন চা-কফি-এলাচ বাগিচার কিছুটা অংশ অন্য কাজে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। ফলস্বরূপ, বাগান মালিকরা পর্যটনের দিকে মন দেন, বড় বড় ভবন নির্মাণ শুরু করেন। এ জন্য জমি সমতল করতে হয়েছে," বলছিলেন মি. সঞ্জীব।

চার বছর আগে কেএফআরআই তাদের এক প্রতিবেদনে বলেছিল ওয়েনাডে ২০টিরও বেশি পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে প্রতি বছর ২৫ হাজার বিদেশি পর্যটক এবং এক লাখ দেশীয় পর্যটক বেড়াতে আসেন।

তিনি বলেন, "আমাদের জন্য গ্যাডগিল রিপোর্ট মেনে চলাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা পরামর্শ দিয়েছিল যে এই সংবেদনশীল এলাকার ব্যবস্থাপনা অন্যভাবে করা উচিত। দুঃখের বিষয় হল, গোটা রাজনৈতিক মহল এর বিরোধিতা করে এসেছে।

"কেরালার জমি খুবই সংবেদনশীল হওয়ায় সমস্যা আরও বেড়ে গেছে। ভারী বৃষ্টি হচ্ছে আর মাটি এতটাই ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে যে ভারী বৃষ্টি সহ্য করতে পারছে না," জানাচ্ছিলেন মি. সঞ্জীব।

প্রায় দেড় দশকের অপেক্ষা মাধব গ্যাডগিলের প্রতিবেদনে পশ্চিমঘাট পর্বতমালাকে পরিবেশগত-ভাবে সংবেদনশীল হিসাবে বর্ণনা করার পর ১৩ বছর কেটে গেছে।

ওই প্রতিবেদন প্রকাশ পাওয়ার পরে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড বন্ধ করা দরকার ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৪ সালের মার্চ থেকে বিজ্ঞপ্তির পাঁচটি খসড়া জারি করেছে, তবে এখনও চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি।

এর মূল কারণ দুই প্রতিবেশী রাজ্য কেরালা ও কর্ণাটকের বিরোধিতা। কর্ণাটক চায় মানুষের জীবন জীবিকার ক্ষতি হবে, তাই ওই খসড়া বিজ্ঞপ্তিটি বাতিল করা হোক।

এই শিথিলতার ফলে পরিবেশগত-ভাবে ক্ষতিকারক নানা কাজ যেমন গাছ কাটা, খনন এবং ভবন নির্মাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে পাহাড়ে অস্থিরতা বেড়েছে। ডঃ সঞ্জীব এটিকেই ভূমিধ্বসের প্রধান কারণ বলে মনে করেন।

সৌ: বিবিসি

নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে টেকসই শান্তি আসবে না

অ্যান-মারি স্লটার ও জ্যান্থি স্কার্ফ

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ১৯ জুলাই বলেছেন, গাজায় আটক জিম্মিদের মুক্তি এবং যুদ্ধবিরতির একটি চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে আলোচনা শেষের পথে। এই ধরনের একটি চুক্তির জন্য বিশ্ববাসী দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করছে। কারণ, এই ধরনের একটি চুক্তিই শান্তি মীমাংসার ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নীতিনির্ধারকদের অবশ্যই নারীদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ইসরায়েলি শান্তিকর্মী ইয়ায়েল ব্রাউডো-বাহাতের (যিনি গত ৩০ মে মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন) ভাষ্যমতে, এই প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। তিনি উইমেন ওয়েজ পিস-এর সহপরিচালক। ইসরায়েলে এই শান্তি আন্দোলন সংগঠনটির ৫০ হাজারের বেশি সদস্য রয়েছে।

ব্রাউডো-বাহাত ফিলিস্তিনের উইমেন অব দ্য সান (পশ্চিম তীর ও গাজায় এই সংগঠনের তিন হাজারের বেশি সদস্য রয়েছে) নামের একটি শান্তি সংগঠনের সহপ্রতিষ্ঠাতা এম এইচের (যিনি ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কারণে তাঁর নাম আদ্যক্ষর দিয়ে প্রকাশ করে থাকেন) সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করছেন।

দশকব্যাপী ইসরায়েলি-ফিলিস্তিনি সংঘাতের অহিংস সমাধানের পক্ষে এই দুই সংস্থা একত্রে কাজ করছে। বিশেষ করে ৭ অক্টোবরের মাত্র কয়েক দিন আগে তাঁরা ধারাবাহিকভাবে চলে আসা রক্তপাত অবসানের দাবিতে একটি গণবিক্ষোভের আয়োজন করেছিলেন।

টাইম ম্যাগাজিনের ২০২৪ সালের উইমেন অব দ্য ইয়ার তালিকায় এই দুই সংগঠনের দুই প্রতিষ্ঠাতা আছেন। তাঁরা দুজনেই তাঁদের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ২০২৪ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য যৌথভাবে মনোনয়ন এবং পোপের কাছ থেকে সমর্থন পেয়েছেন। এই শান্তিকর্মীরা মধ্যপ্রাচ্য শান্তির ক্ষেত্রে একটি গতি এনেছেন। যে ফিলিস্তিনি সংগঠনগুলোতে বিশিষ্ট নেতৃত্বের ভূমিকায় নারীরা আছেন, সেই সংগঠনগুলো গত ২৯ মে রামাল্লায় শান্তির ডাক দেয়।

১ জুলাই উইমেন ওয়েজ পিসসহ কয়েক ডজন ইসরায়েলি সংগঠন তেল আবিবে একটি বিশাল শান্তি সমাবেশ করেছে, যা শান্তি আন্দোলনের মধ্যে এক দশকের রাজনৈতিক বিভাজন অবসানে সাহায্য করেছে। এখন এই নারী সংগঠনগুলোর দিকে আরও মনোযোগ দেওয়া এবং তাদের আরও আর্থিক সহায়তা দেওয়া দরকার।

মার্কিন কংগ্রেস নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা আইন ২০১৭ পাস করার পর যুক্তরাষ্ট্র ২০১৯ সালে একটি জাতীয় কৌশল গ্রহণ করেছে, যাতে নারীরা 'স্থিতিশীল ও স্থায়ী শান্তির প্রচারে ক্রমবর্ধমানভাবে অংশগ্রহণে সক্ষম হতে' পারে।

বাইডেন প্রশাসন ২০২৩ সালে একটি হালনাগাদ করা নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা জারি করেছে। হালনাগাদ পরিকল্পনায় শান্তি কার্যক্রম এবং নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয়ে নারীদের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের বিষয় প্রচারের জন্য বিভিন্ন মার্কিন সংস্থার প্রচেষ্টাগুলো পর্যালোচনা করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ইতিমধ্যে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গ্লোবাল উইমেনস ইস্যু অফিস, হোয়াইট হাউসের জেন্ডার পলিসি কাউন্সিল অ্যান্ড উইমেন, পিস অ্যান্ড সিকিউরিটিসহ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ভেতরকার বিভিন্ন অফিস, নীতি এবং তহবিলের একটি বড় প্রবাহ এই নারী নেতৃত্বের এজেন্ডাকে সমর্থন করেছে। এই মাসেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিঙ্কেন ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলনে একটি নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলেন। যদিও সেখানে তিনি ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন–সম্পর্কিত আলোচনায় নারীদের অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করেননি। তবে শান্তি উদ্যোগে নারীর অংশগ্রহণে যুক্তরাষ্ট্রের বড় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এখনো বক্তৃতা ও বাস্তবতার মধ্যে বড় ব্যবধান রয়ে গেছে।

ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যকার যুদ্ধবিরতির আলোচনায় শীর্ষ মার্কিন নীতিনির্ধারকেরা সবাই পুরুষ। মার্কিন কর্মকর্তারা সম্প্রতি তালেবানের সঙ্গে জাতিসংঘের আয়োজনে যে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন, সেখানে আফগান নারীদের বাদ দেওয়া হয়েছিল।

২০২২ সালে সারা বিশ্বে ১৮টি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তার মধ্যে মাত্র একটি চুক্তিতে একজন নারীর স্বাক্ষর আছে।

নীতিনির্ধারকদের বুঝতে হবে, শান্তিচুক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ না থাকলে তা টেকসই হওয়া কঠিন। এ বিষয়, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য শান্তিচুক্তির ক্ষেত্রে মাথায় রাখা বেশি জরুরি।

অ্যান-মারি স্লটার মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নীতি পরিকল্পনা বিভাগের সাবেক পরিচালক
জ্যান্থি স্কার্ফ জর্জটাউন ইনস্টিটিউট ফর উইমেন, পিস অ্যান্ড সিকিউরিটির অনাবাসিক সিনিয়র ফেলো

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপে অনূদিত

প্রথম নজর

কলকাতার সঙ্গে জুড়ল ভাঙড়, চালু হল নতুন দুটি বাস রুট

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: বাস মানচিত্রে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার সঙ্গে এবার জুড়ে গেল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড় ২ নম্বর ব্লক এলাকা। চালু হলো নতুন ২ টি বাস রুট। বৃহস্পতিবার (১ আগস্ট ২০২৪) হাতিশালা থেকে বাস পরিষেবা ২ টি চালু হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের নতুন বাস রুট ২ টি হলো ইবি-১৩ এবং ইবি-১৬। ইবি-১৩ হাতিশালা থেকে যাত্রা শুরু করে পৌঁছাবে উত্তর কলকাতার, গিরিশ পার্ক-এমজি রোড ও বড় বাজার হয়ে হাওড়া প্রর্যন্ত। মাঝখানে ছুঁয়ে যাবে নিউটাউনের ইনফোসিস-ইকোস্পেস-চিনারপার্ক-ভিআইপি রোড ও কাঁকুরগাছি।
ইবি-১৬ হাতিশালা থেকেই যাত্রা শুরু করে পৌঁছাবে দক্ষিণ কলকাতার ঠাকুরপুকুরে। মাঝখানে ছুঁয়ে যাবে দক্ষিণ কলকাতার সায়েন্স সিটি-রুবি-কালিকাপুর-প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড-নিউ আলিপুর-তারাতলা ও বেহালা। অপর দিকে বিধাননগর এলাকার সেক্টর ফাইভ এবং নিউটাউন এলাকার ইনফোসিস-ইউনিটেক-নারকেলবাগান ও নিউটাউন বাসস্ট্যান্ড ছুঁয়ে যাবে।
ভাঙড় ২ নম্বর ব্লক থেকে আরও ৪ টি রুটের বাস পরিষেবা চালু রয়েছে। নতুন ২ টি পরিষেবা যুক্ত হওয়ায় মোট ৬ টি রুটে পরিষেবা পাবে ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের বাস পরিষেবা গ্রহণকারী ব্যাক্তিরা। পুরানো ৪ টি রুটের মধ্যে ১ টি জামিরগাছি থেকে কোলকাতা স্টেশন(কেবি-২২)। আর একটি হাতিশালা থেকে কোলকাতা স্টেশন(কে-১)। অপরদিকে ১ টি কাঁঠালিয়া থেকে শ্যামবাজার(৯১)। অন্য টি পোলেরহাট থেকে শ্যামবাজার।

ক্যানিং হাসপাতালে ‘ঘুঘুর বাসা’, পরিষেবা নিয়ে বৈঠক বিধায়কের

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: সুন্দরবনের বৃহত্তম ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল।উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্তের হাজার হাজার রোগীরা আসেন চিকিৎসা পরিষেবা নিতে। এমনকি সুন্দরবনের মানুষের সুবিধার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে তাঁর স্বপ্নের প্রকল্পে তৈরী ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ২৫১ বেডের মাতৃমা চালু হয়েছে। যেখানে মা ও শিশুরা চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে থাকেন।সেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের অন্ত নেই।এবার সাধারণ মানুষ যাতে হয়রানীর শিকার না হয় এবং সঠিক পরিষেবা পেতে পারে তার জন্য শুক্রবার জরুরী বৈঠক করলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস।ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের স্নেকবাই ট্রেনিং হলে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং ১ বিডিও নরোত্তম বিশ্বাস,ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার পার্থপ্রতিম কয়াল,সহকারী সুপার বসুমিতা আঢ্যি,ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাস,জেলা পরিষদ সদস্য সুশীল সরদার সহ ক্যানিং ১ ব্লকের ১০ টি পঞ্চায়েতের প্রধান,উপপ্রধান এবং ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের একাধিক চিকিৎসক ও নার্স।
অভিযোগ,রাতে হাসপাতাল সুপার কিংবা অতিরিক্ত সুপার থাকেন না,ফলে সমস্যায় পড়তে হয় রোগী ও তাদের পরিবার পরিজনদের কে। আবার পুরাতন হাসপাতাল থেকে মাতৃমা হাসপাতালের একমাত্র যাতায়াতের রাস্তায় কোন আলো নেই,নোংরা আবর্জনায় ভরপুর,সাপের উপদ্রব,চলাচলের অযোগ্য। যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটে যেতে পারে।হাসপাতালের চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীরা ইচ্ছামতো ডিউটি করেন।জন্ম কিংবা মৃত্যুর ক্ষেত্রে 'শংসাপত্র পেতে হয়রানির শিকার হতে হয় রোগীদের। রাতে ইসিজি বন্ধ থাকে। ঔষধের যোগান কম।রোগীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা হয়।ভালো মানের ট্রলি নেই।জরুরী বিভাগের সামনে কোন ছাউনি নেই।বৃষ্টিতে ভিজতে হয়।ওপিডি তে বসার জায়গা নেই। নেই আলো কিংবা পাখা।সৌচালয় নেই। একেবারেই অস্বাস্থ্যকর এমন সব অভাব অভিযোগ নিয়ে দীর্ঘ প্রায় আড়াই ঘন্টা যাবত বৈঠক চলে। বৈঠক সমাধান সুত্র বের করতে বলা হয়।পাশাপাশি হাসপাতালের সমস্ত পরিষেবা যাতে ভালো হয় সেদিকে চিকিৎসক ও হাসপাতালের কর্মীদের কে মনোনিবেশ করার অনুরোধ করেন বিধায়ক।এমনকি হাসপাতালের সমস্ত ধরণের কর্মীরা যাতে সঠিক সময়ে আসা-যাওয়া করেন তারজন্য বায়ো মেট্রিক যন্ত্র বসানোর আবেদন করেন।
বৈঠক শেষে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস বলেন, ‘মহকুমা হাসপাতালের বিভিন্ন পরিষেবা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। যার মধ্যে প্রায় ৫০ টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। আগামী ১৩ আগষ্টের মধ্যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানাতে বলা হয়েছে। যদি দেখা যায় সব ঠিকঠাক রয়েছে তাহলে ভালো। নচেৎ সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমস্ত ঘটনা জানাতে বাধ্য থাকবে।

বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ করতে গিয়ে গুরুতর জখম চার

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করনদীঘি ব্লকের ফাসিহারা গ্রামে বিদ্যুতের পোল ও তার সংযোগ করতে গিয়ে গুরুতর বিদ্যুতাহত হলেন চার শ্রমিক। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার দুপুরে, যখন বিদ্যুৎ বিভাগের অস্থায়ী কর্মীরা বিদ্যুৎ সংযোগ পুনরায় স্থাপনের কাজ করছিলেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবারের ঝড়বৃষ্টির ফলে ফাসিহারা গ্রামে বিদ্যুৎ পোল ও তার ছিঁড়ে পড়ে, যার ফলে পুরো এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিদ্যুৎ সংযোগ পুনঃস্থাপনের সময় হঠাৎই বিদ্যুৎ শক লাগে মানিক বর্মন, পবিত্র ভক্ত, সাজু বর্মন, আকাশ বর্মন, ও বিপুল বর্মন নামে পাঁচ শ্রমিকের। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় দ্রুত করনদীঘি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাদের রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়।
জানা গেছে, পাঁচজনের বাড়ি ইটাহার থানার সোনাপুরের দক্ষিনাল গ্রামে।
কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা এখনও পরিস্কার নয়। বিদ্যুৎ বিভাগের তরফ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। দুর্ঘটনার পর থেকে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।
এখন প্রশ্ন উঠছে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীদের নিরাপত্তার বিষয়ে। এ ধরনের কাজের সময় সঠিক সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন না করলে, এই ধরনের দুর্ঘটনা যে কোনো সময় ঘটতে পারে।
পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা রোধে প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন স্থানীয়রা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জমিয়তের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাঁকুড়া

আপনজন: জীবিত প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য বায়ু দূষণ এবং বিকিরণের মত সমস্যার দূর করতে বৃক্ষরোপণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কথা মাথায় রেখে জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ আগস্ট মাসটিকে বৃক্ষরোপন কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন সেই নির্দেশ অনুযায়ী বাঁকুড়া জেলা তালডাঙরা ব্লকে রাজপুর শাখায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হল, ২০০ পিস চারা গাছ লাগানো হয়, উপস্থিত ছিলেন জেলা সহ: সম্পাদক মাস্টার আবুতাহের খান,শাখার সভাপতি নাজিমুদ্দিন মন্ডল, সম্পাদক গিয়াসউদ্দিন খান, কোষাধক্ষ্য আব্দুল মারুফ মন্ডল সহ শাখার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।
ছবি: হারুন আল রশিদ

হেরোইন সহ পাচারকারী গ্রেফতার

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়া ওপি-র পুলিশের টিম এক সাহসী অভিযানে ব্রাউন সুগার সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, পাঞ্জিপাড়া ওপি-র সাব-ইন্সপেক্টর দিগন্ত মণ্ডল নেতৃত্বে একটি পুলিশ দল এক দুঃসাহসিক অভিযান চালায়। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি নেহাল বাবু, পাঞ্জিপাড়া দাল বস্তির বাসিন্দা। নেহাল বাবুর কাছ থেকে ১৩.৭ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। এছাড়াও, তার কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন, নগদ ৫১১০ টাকা, কিছু পরিচয় পত্র, এবং ডেবিট কার্ডও উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযানটি একারচালা কালীবাড়ি সংলগ্ন ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের এর পাশে সম্পন্ন হয়। গোয়ালপোখর থানার আইসি-র উপস্থিতিতে তল্লাশি চালিয়ে এই মাদক দ্রব্য উদ্ধার করা হয়। নেহাল বাবু গ্রেপ্তার হওয়ার পর তার বিরুদ্ধে একটি মামলা শুরু হয়েছে।

স্বাস্থ্য কর্মীদের বিভিন্ন দাবিতে ডেপুটেশন

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ডেপুটেশন কর্মসূচিতে শামিল জয়েন্ট কাউন্সিল অফ স্টেট হেলথ এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন এন্ড ইউনিয়ন এর সদস্যরা।
সমস্ত শূন্য পদে নিয়োগ করা, অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ী করা সহ প্রায় ১২ দফা দাবিতে এদিন সংগঠনের তরফে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এদিন সংগঠনের তরফে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর দপ্তরের সামনে এসে শেষ হয়। এরপর সংগঠনের সদস্যদের একটি প্রতিনিধিদল জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর কাছে লিখিত আকারে ডেপুটেশন দেন। এদিনের ডেপুটেশন কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর দপ্তর চত্বরে মোতায়ন ছিল পুলিশ বাহিনী।
এবিষয়ে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ হেলথ এর জেলা সম্পাদক স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, ‘প্রতিটি জেলা জুড়েই আমাদের এই ডেপুটেশন কর্মসূচি চলছে। অনিয়মিত ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের পরিবর্তে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এজেন্সিকে দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। এর ফলে চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা কাজ পাচ্ছেন না। কাজের জন্য কোন লিখিত অর্ডার দেয়া হচ্ছে না। মৌখিকভাবেই কাজ করানো হচ্ছে। ইত্যাদি বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আজ আমরা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর কাছে ডেপুটেশন দিয়েছি।’

বিজেপির বাংলা ভাগের চক্রান্তের বিরুদ্ধে সরব মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠন

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলা ভাগের চক্রান্ত, বাংলার প্রতি বঞ্চনা, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সহ একশো দিনের বকেয়া টাকার দাবিতে রাজ্য তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হলো বারাসতে।
সংগঠনের রাজ্য সভাপতি একেএম ফারহাদের নেতৃত্বে ওই প্রতিবাদ সভা থেকে উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সহ রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বদের বিরুদ্ধে সুর চড়ান।
এদিন বিকালে বারাসাত শহরের রাজপথে প্রতিবাদ মিছিলের কথা থাকলেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তা বাতিল করা হয়। যদিও এ দিন বারাসাত জেলা পরিষদের তিতুমীর সভাকক্ষে আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি ও জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের নীতির বিরুদ্ধে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেন। শিক্ষক নেতা বলেন, আমরা মাদ্রাসার শিক্ষকরা রক্ত দিতে প্রস্তুত। ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষের মানুষের লড়াইয়ে মানসিকতা তৈরি করতে বাংলা অগ্রগণ্য ভুমিকা পালন করেছিল । তৎকালীন বাংলার বিপ্লবীরা যেমন লড়াই করেছিল তেমনি বাংলার মহাপুরুষরা উদবুদ্ধ করছিলো দেশকে।
আর সেই দেশকে সবচেয়ে বেশি যে বাংলা এগিয়ে এনেছে তাকে ভাগ করার জন্য বর্তমানে দেশের বিজেপি সরকার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে । আমরা রাজ্য জুড়ে মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষিকারা ময়দানে নেমে এর তীব্র প্রতিবাদ সরব হয়েছি।
এ দিনের প্রতিবাদ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অন্যতম নেতৃত্ব নূরুল হক বৈদ্য, নূরুল হক, কুতুব আক্তার, সওকাত হোসেন পিয়াদা,নামদার শেখ, গোপাল ব্যানার্জি, সাহাবুদ্দিন চৌধুরী, আব্দুল খালেক খান, মোঃ অমিত মন্ডল, পিয়ালি, শর্মিষ্ঠা, মমতাজুল হক বৈদ্য, সুরজিৎ রয়, মনিরুল ইসলাম, হাফিজুল ইসলাম, পুতুল, মিনজারুল ইসলাম প্রমুখ ।

মুষলধারে বৃষ্টিতে জলমগ্ন চুঁচুড়া শহর

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: একদিনের মুষলধারে বৃষ্টিতে জলমগ্ন চুঁচুড়া শহর, একদিনের মুষলধারে বৃষ্টিতে জলমগ্ন চুঁচুড়া শহর, দীর্ঘ ৫০ বছরেও হাল ফিরল না চুঁচুড়ার, ভোট আছে ভোট যায়, নেতা আছে নেতা যায় হাল ফেরে না তবু বহু ওয়ার্ডের, একটানা বৃষ্টির জেরে চেনা ছবি ফিরেছে চুঁচুড়ার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ধরমপুর এবং পীরতলা এলাকায়। এই দুই জায়গায় শুক্রবার সন্ধ্যাতেও জল নামেনি। একই অবস্থা ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের ইঞ্জিনিয়ার বাগানেও। ১০ নম্বর ওয়ার্ডের পাঠকবাগানেও জল ছবির দেখা মিলেছে। সেখানে বেশ কয়েকটি ঘরেও জল ঢুকেছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই শহরের এই সমস্ত জায়গাগুলি জলমগ্ন হয়ে পড়ে বলে অভিযোগ। পুর পারিষদ (স্বাস্থ্য) জয়দেব অধিকারী অবশ্য বৃহস্পতিবার রাতে বৃষ্টির মধ্যেই জল জমার আশঙ্কা প্রবণ এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন। ওই রাতে কয়েকটি জায়গায় নিকাশি নালা পরিষ্কার করা হয়। কিন্তু সে দিন রাতভর বৃষ্টির জেরে ফের জলমগ্ন হয়ে ওঠে এলাকা।
পুরপ্রধান অমিত রায় বলেন, অতি বৃষ্টির জেরে শহরের নিচু জায়গাগুলিতে জল জমেছে। বৃষ্টি থামার সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য জল নামতে শুরু করে। কিছু নালায় প্লাস্টিক আটকে সমস্যা হয়েছিল। এবং শহরের বহু নিকাশী নালাই বহু দোকানদার বন্ধ করে দিয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমরা চেয়েছিলাম সেই সমস্ত দোকানগুলি সরিয়ে নিকাশী নালা পরিষ্কার করে শহরকে স্বচ্ছ করতে, কিন্তু কোন এক অজানা কারণে সেই কাজও বন্ধ হয়ে রয়েছে।, আজ অবশ্য সাফাই কর্মীরা যে সমস্ত নালাগুলি খোলা রয়েছে সেই সমস্ত নালাগুলি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। আমরা চেষ্টা করব আগামী দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে প্রশাসনকে সাথে নিয়ে শহরের হাল যাতে ফেরানো যায় তার ব্যবস্থা করতে।

শিক্ষকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

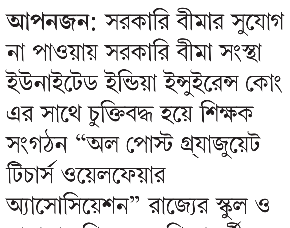

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: সরকারি বীমার সুযোগ না পাওয়ায় সরকারি বীমা সংস্থা ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইন্সুইরেন্স কোং এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে শিক্ষক সংগঠন “অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন” রাজ্যের স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখতে গ্রুপ মেডিকেল পলিসি ভরসার প্রথম স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির রবিবার অনুষ্ঠিত হলো বারাসাতে। প্রায় ২৫০ জনের বিনামূল্যে হেলথ্ চেকাপ, প্যাথলজিক্যাল টেস্ট সম্পন্ন হলো আজকের ক্যাম্পে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের নেতৃত্ব, টিপিএ হেরিটেজ ও হসপিটালের ডক্টর সহ অন্যান্য কর্মীরা। সব জেলায় এই ধরনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হবে বলে জানান সভাপতি মনোজ মন্ডল । গ্রুপ মেডিকেল পলিসির রাজ্য কনভেনার জয় প্রকাশ দাস বলেন, আগামীদিনে প্যারা, কন্ট্রাকচুয়াল ও ভোকেশনাল শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও এর আওতায় আনার জন্য বিমা সংস্থার সাথে আলোচনা করবেন।

কেরলে দুর্গত মানুষের সেবায় ভারত সেবাশ্রম

আপনজন ডেস্ক: কেরালার ওয়েনাড় জেলার কালপেটা ব্লকের মধুমালাই জঙ্গল সংলগ্ন বিশাল এলাকা ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে বিপর্যস্ত। বহু গ্রাম সম্পূর্ণ রূপে নদীগর্ভে চলে গেছে। শয়ে শয়ে মানুষ নিখোঁজ। স্থানীয় মানুষের পাশাপাশি বহু সংখ্যক বাঙ্গালী, অসমীয়া ও ঝাড়খণ্ড থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রাণহানি হয়েছে।
ভারত সেবাশ্রম সংঘের ত্রিবান্দম শাখার পক্ষ থেকে দুর্গত এলাকা গুলিতে উদ্ধার কাজ ও ত্রান বিতরনের কাজ শুরু হয়েছে।
চুরামালা মেপ্পাদি,মুন্ডাকাই, চালিয়ার , পত্তুকালী, নিলামবুর, চাম্বুতারা সহ বিভিন্ন গ্রামে ত্রাণ ও সেবা কাজ শুরু হয়েছে।
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ বলেন,পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এলাকা অতি দুর্গম হয়ে গেছে। রাস্তা ভেঙে গেছে। ধসে আর কাদাতে এখনও বহু জায়গায় পৌঁছানো যাচ্ছে না।

কজওয়ে জলের তলায়, সঙ্কটে বাসিন্দারা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: নিজস্ব প্রতিনিধি , বাঁকুড়া: নিম্নচাপের বৃষ্টির জেরে বাঁকুড়া দ্বারকেশ্বর নদীতে জল বাড়ার কারণে বাঁকুড়ার মিনাপুর থেকে বাঁশি, আড়াল বাঁশি, জামবনি ধলডাঙ্গা যাওয়ার রাস্তায় নদীর উপর তৈরি কজওয়ে জলের তলায়। ভাসা সেতু দিয়ে যাতায়াত বন্ধ বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষের। এইসব গ্রামের মানুষ শহরে আসতে ব্যবহার করে মিনাপুর সেতুটিকে। আবার শহর অঞ্চলের মানুষ গ্রামে যাওয়ার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করেন এই সেতুটি। আজ সেতুর জলের তলায় চলে যাওয়াতে ৮ থেকে ১০ কিলোমিটার ঘুরুপথে রাজগ্রাম ব্রিজ নচেৎ এক্তেশ্বর ব্রিজ হয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে মানুষজনকে। বছরের অন্যান্য সময় বাদ দিলে বর্ষার তিন মাস সমস্যায় পড়তে হয় মানুষকে। মানুষজন চাইছেন উঁচু করে করা হোক এই মিনাপুর সেতু, তাতেই সমস্যা মিটবে। কিন্তু বছরের পর বছর পেরিয়ে গেল প্রশাসনের কানে ঢোকেনি সেই কথা।

ভগবানগোলায় ফেনসিডিল সহ গ্রেপ্তার যুবক

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ১০৫ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ অর্থাৎ ফেনসিডিল সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করল ভগবানগোলা থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সাগর আলী (২৭), তার বাড়ি ভগবানগোলা থানার চরলবণগোলা এলাকায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ ভগবানগোলা থানার সিসাতলা এলাকায় হানা দেয় পুলিশ।
চারজন দুষ্কৃতী সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করে। ধাওয়া করে একজনকে পাকড়াও করে পুলিশ। ভগবানগোলার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ড. উত্তম গড়াই, ভগবানগোলার সার্কেল ইন্সপেক্টর মানস দাস, ভগবানগোলা থানার আধিকারিক দেবাশীষ ঘোষের উপস্থিতিতে ধৃত যুবকের কাছে তল্লাশি চালিয়ে ১০৫ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। শুক্রবার ধৃতকে বহরমপুর মাদক সংক্রান্ত বিশেষ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিরল রোগের অপারেশন শিয়াখালার নার্সিংহোমে

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: বড়সড় অপারেশনের সাক্ষী থাকল শিয়াখালা সঞ্জীবনী হেল্থ কেয়ার নার্সিংহোম। গত বৃহস্পতিবার রাতে বছর ৩২ এর এক পুরুষের লিঙ্গ জনিত সমস্যা নিয়ে বেসরকারি নার্সিংহোম শিয়াখালা সঞ্জীবনী হেল্থ কেয়ার নার্সিংহোমে ভর্তি হয়। রোগের নাম প্রপ্রিজম। চার ঘন্টার বেশি লিঙ্গ (পুরুষাঙ্গ) শিথিল না হওয়ার কারণে এই অপারেশনের প্রয়োজন হয় বলে জানিয়েছেন, ইউরো স্পেশালিস্ট ডাক্তার দাউদ খাঁন। সাধারণত এই ধরনের বিরল রোগ দেখা যায় না।
গ্রামীন এলাকায় এই ধরনের অপারেশন হয় না বললেই চলে। ডাক্তারবাবুর কথায়, তার দীর্ঘ আট বছরের ডাক্তারি জীবনে হুগলি জেলায় প্রথমবার এই রোগের অপারেশন করলেন তিনি। রোগী এই মুহূর্তে সুস্থ আছে। কিছুদিন নার্সিংহোমে থাকতে হবে। আরোও বেশ কয়েকটি চেকআপের প্রয়োজন রয়েছে বলে জানান ডাক্তার বাবু।
শিয়াখালা সঞ্জীবনী নার্সিং হোমের একজন কর্ণধার হেদায়েতুল্লাহ বলেন, কলকাতা বা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কম খরচে এই বিরল রোগের সফল অপারেশন আমারা করতে পেরেছি। সাধারণ এই ধরনের রোগ খুব কমই দেখা যায়। আমাদের পক্ষ থেকে রোগীর প্রতি বিশেষ নজর রাখা হয়েছে। যা কিছু প্রয়োজন সব রকমের ব্যবস্থা আমরা করব।

মানিকচক গঙ্গাঘাটে ২০দিন বন্ধ পারাপার

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদার মানিকচক গঙ্গাঘাটে গত ২০ দিন ধরে বন্ধ মানিকচক-ঝাড়খন্ড নৌকায় যাত্রী পারাপার পরিষেবা। ফলে বিপাকে মানিকচক গঙ্গাঘাটের নৌকার মাঝিরা।
মাঝিদের অভিযোগ ঘাট মালিক কর্তৃপক্ষ লঞ্চ পরিষেবার স্বার্থে নৌকা পরিষেবা তুলে দেওয়ার চক্রান্ত করছেন।
সেই কারণেই ঘাট মালিক গত ২০দিন ধরে নৌকায় যাত্রী পারাপার বন্ধ রেখেছেন। ফলে নৌকার মাঝিদের জীবন-জীবিকা বন্ধ হয়ে পড়েছে। তাই অবিলম্বে নৌকা পারাপার চালুর দাবীতে তারা প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে আবেদন করেছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে দাবি নৌকা মাঝিদের। নৌকা মাঝিদের অভিযোগ,মাঝেমধ্যেই নৌকা পরিষেবা,এই নৌকা চালিয়ে আমাদের রুজি রুটি চলে একমাত্র ভরসা ইনকামের এই নৌকা যদি বন্ধ থাকে আর না খেয়ে মরতে হবে নৌকা চালকদের।
ঝাড়খন্ডে গেলে নৌকা আটকে দেয় ঝারখন্ড পুলিশ প্রশাসন এই নিয়ে বারবার মালদা জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে প্রশাসন দপ্তর থেকে জানানো হয় তিনদিনের মধ্যে তাদের জানানো হবে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে যদি কোন ব্যবস্থা না নেওয়া হয় আগামীতে লঞ্চ আটকে অপরাধী নামবেন নৌকার মাঝিরা।

৫২ বছর পর অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে অলিম্পিকে শেষ আটে ভারত

আপনজন ডেস্ক: মিউনিখ অলিম্পিক হকিতে অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর পর কেটেছে ৫২ বছর। ১৯৭২ সালের পর দুদল মুখোমুখি হয়েছিল ৭ বার। তার কোনোটিতেই জয় পায়নি ভারত। অবশেষে ভেঙেছে ডেডলক। প্যারিস অলিম্পিকে অজিদের হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে হারমানপ্রীত সিংয়ের দল। শুক্রবার টোকিও অলিম্পিকের রৌপ্য জয়ীদের ৩-২ ব্যবধানে হারিয়েছে ভারত। জোড়া গোল করেছেন হারমানপ্রীত।
এদিন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে খেলতে থাকে ভারত। ১২ মিনিটে ভারতকে এগিয়ে দেন অভিষেক। এক মিনিট পরই পেনাল্টি কর্নার থেকে ব্যবধান বাড়ান অধিনায়ক হারমানপ্রীত। ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে প্রথম কোয়ার্টার শেষ করে ভারত। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আক্রমণে ধার বাড়ায় হারমানপ্রীতরা। ২৫ মিনিটে ব্যবধান কমান ক্রেগ থমাস। ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় কোয়ার্টার শেষ করে ভারত। তৃতীয় কোয়ার্টারের শুরুতে আবার গোল করেন হারমানপ্রীত। ৩২ মিনিটে দলকে ৩-১ গোলে এগিয়ে দেন ভারত অধিনায়ক। এই গোলেই ভারতের জয় এক প্রকার নিশ্চিত হয়ে যায়।
৫৫ মিনিটে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ব্যবধান কমান গোভার্স ব্লেক। ম্যাচের শেষ দিকে গোলশোধের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন গত অলিম্পিক্সের রৌপ্য জয়ীরা। কিন্তু লাভ হয়নি। শেষ পর্যন্ত ৩-২ ব্যবধানে জিতে মাঠ ছাড়ে ভারত। ১৯৭২ সালের অলিম্পিকের পর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে জয়ের স্বাদ পায় তারা।

নিলামের পর সরে গেলে শাস্তি চায় আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো

আপনজন ডেস্ক: নিলামে বিক্রি হওয়ার পর বিদেশি কোনো খেলোয়াড় ‘বৈধ’ কারণ ছাড়া নিজেকে সরিয়ে নিলে শাস্তির ব্যবস্থা চায় আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। এ ক্ষেত্রে আইপিএলের ১০টি দলই সম্মত হয়েছে বলে জানিয়েছে ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো।
ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে আইপিএলে কোনো মৌসুম শুরুর আগে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘটনা নিয়মিতই। এর মাধ্যমে দলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে দাবি করা হয়েছে। তাদের মতে, শেষ মুহূর্তে বিদেশি ক্রিকেটারদের এভাবে সরে যাওয়া দলের পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলে। কারণ, তাঁদের মাথায় রেখেই কৌশল সাজানো হয়। পাশাপাশি শেষ মুহূর্তে বদলি খেলোয়াড় পেতেও ভুগতে হয় তাদের। এর ফলে এমন করা হলে সেই খেলোয়াড়কে আইপিএলে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ করার নিয়ম চায় ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো।
অবশ্য ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো এটাও বলেছে, কোনো খেলোয়াড়ের বোর্ড যদি আন্তর্জাতিক সূচির কারণে তাঁদের সরিয়ে নেয়, অথবা সেই খেলোয়াড়ের চোট বা পারিবারিক কোনো দায়বদ্ধতা থাকে–তাহলে সেগুলো তাদের বোধগম্য। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করতে তাদের কোনো আপত্তি নেই। তবে নিলামে কোন খেলোয়াড়কে কতটুকু সময়ের জন্য পাওয়া যাবে, সে ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা দরকার তাদের। নিষেধাজ্ঞার প্রসঙ্গ আসছে মূলত আর্থিক কারণে।
ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো এ ক্ষেত্রে একজন খেলোয়াড়ের ম্যানেজারের উদাহরণও দিয়েছে। সেই ম্যানেজার নাকি বলেছিলেন, বাড়তি টাকা দিলে ওই খেলোয়াড়কে পাওয়া যাবে।
শুধু নিলামের পর নিজেকে সরিয়ে নেওয়া নয়, ক্রিকেটের বড় তারকাদের মেগা নিলামে নাম না তোলার ব্যাপারেও আপত্তি জানিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। মেগা নিলামে না থাকলেও বাড়তি দাম পাবেন তাই ছোট নিলামে তাঁরা নাম তোলেন বলেও অভিযোগ তোলা হয়েছে। কারণ, এমন ছোট পরিসরের নিলামে তেমন বড় নাম বা মেধাবী ক্রিকেটার কম থাকেন। ২০২২ সালের মেগা নিলামে সর্বোচ্চ দাম উঠেছিল মুম্বাই ইন্ডিয়ানসে যাওয়া ঈশান কিষানের–১৫ কোটি ২৫ লাখ রুপি। তবে সর্বশেষ ছোট নিলামে এর চেয়ে বেশি দামে বিক্রি হন দুজন খেলোয়াড়–মিচেল স্টার্ক (২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপি) এবং প্যাট কামিন্স (২০ কোটি ৫০ লাখ)। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর ধারণা, এ ব্যাপারে আইপিএলের সুযোগ কাজে লাগাচ্ছেন খেলোয়াড়ের ম্যানেজাররা। নতুন কোনো বিদেশি তারকা এমন নিয়মিত নিলামে এলে সেগুলো নিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর আপত্তি নেই। তবে তাদের চাওয়া, বড় তারকাদের মেগা নিলামে নাম তুলতেই হবে। শুধু অবিক্রিত থাকলেই পরবর্তী সময়ে আবার অমন ছোট নিলামে নাম তুলতে পারবেন তাঁরা। অবশ্য ঠিক কিসের ভিত্তিতে ‘বড়’ তারকার ব্যাপারটি বিবেচনা করা হবে, সেটি ক্রিকইনফোর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি। আইপিএলের পরবর্তী মৌসুমের আগে মেগা নিলাম হওয়ার কথা আছে। এর আগে খেলোয়াড় ধরে রাখা, মেগা নিলাম কয় বছর পরপর হবে, ইমপ্যাক্ট বদলির নিয়ম রাখা হবে কি না–এমন সব ব্যাপারে গত বুধবার মুম্বাইয়ে বিসিসিআইয়ের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিল আইপিএলের ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজি।

‘পছন্দ না করলেও’ গর্ব নিয়েই টেনিস ছাড়লেন মারে

আপনজন ডেস্ক: প্যারিস অলিম্পিক দিয়ে অবসরের ঘোষণাটা দিয়েছিলেন আগেই। গতকাল রাতে সেই অবসরটা নিয়ে ফেললেন অ্যান্ডি মারে। ছেলেদের দ্বৈত ইভেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে যুক্তরাষ্ট্রের টেলর ফ্রিৎজ ও টমি পল জুটির কাছে ৬-২, ৬-৪ গেমে হেরেছে গ্রেট ব্রিটেনের মারে ও ড্যান ইভানস জুটি। চোটের কারণে এর আগে অলিম্পিকের একক ইভেন্ট থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন মারে। ফলে গতকাল রাতে দ্বৈত ইভেন্টে হারের মধ্য দিয়ে শেষ হলো মারের ক্যারিয়ার। এর মধ্যে টেনিসের সোনালি প্রজন্মের আরেকটি অধ্যায়ও শেষ হলো।
র‌্যাঙ্কিংয়ে সাবেক এক নম্বর এবং তিনটি গ্র্যান্ড স্লামজয়ী মারে বিদায়বেলায় বলেছেন, ‘নিজের ক্যারিয়ার, অর্জন ও এই খেলায় যতটুকু অবদান রাখতে পেরেছি, তা নিয়ে আমি গর্বিত। অবশ্যই এটা আবেগের। কারণ, এটাই (আমার) শেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ। তবে এখন আমি সত্যিই খুশি। যেভাবে শেষ হলো, তাতে আমি খুশি। এটা ভালো লাগছে যে অলিম্পিকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী শেষ করতে পেরেছি। কারণ, (চোটের কারণে) গত কয়েক বছরে এর কোনো নিশ্চয়তা ছিল না।’
সার্বিয়ান কিংবদন্তি ও ২৪টি গ্র্যান্ড স্লামজয়ী নোভাক জোকোভিচ মারের দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী। ব্রিটিশ এ তারকাকে ‘অবিশ্বাস্য প্রতিদ্বন্দ্বী’ বলে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন জোকোভিচ, ‘টেনিসে সেরা যোদ্ধাদের একজন। আমি নিশ্চিত, তার লড়াই করার চেতনা অনেক প্রজন্মকেই প্রেরণা জোগাবে।’
রজার ফেদেরার, রাফায়েল নাদাল ও নোভাক জোকোভিচের সঙ্গে মারে ছিলেন টেনিসে ‘বিগ ফোরের’ একজন। ২০টি গ্র্যান্ড স্লামজয়ী ফেদেরার ২০২২ সালে অবসর নেন। ২২টি গ্র্যান্ড স্লামজয়ী নাদালও বিদায় নিয়েছেন প্যারিস অলিম্পিক থেকে। প্যারিসে আর তাঁকে না-ও দেখা যেতে পারে, সে বিষয়েও ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন স্প্যানিশ কিংবদন্তি। শুধু জোকোভিচই এখনো খেলে যাচ্ছেন এবং গতকাল উঠেছেন অলিম্পিকের সেমিফাইনালেও।
২০১৩ সালে উইম্বলডন এককে জোকোভিচকে হারিয়েই ব্রিটিশদের ৭৭ বছরের অপেক্ষা ঘুচিয়েছিলেন মারে। তখন এই সময়ের মধ্যে উইম্বলডনে ছেলেদের এককে মারেই ছিলেন প্রথম ব্রিটিশ চ্যাম্পিয়ন। তার আগে ২০১২ সালে জিতেছিলেন ইউএস ওপেন। ২০১৬ সালে আবারও উইম্বলডন জেতেন মারে, ২০১২ লন্ডন অলিম্পিকে রজার ফেদেরারকে হারিয়ে সোনাও জেতেন। চার বছর পর রিও অলিম্পিকে হুয়ান মার্টিন দেল পোত্রোকে হারিয়ে ছেলে ও মেয়েদের ইভেন্ট মিলিয়ে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে অলিম্পিকের একক ইভেন্টে দুটি সোনা জয়ের কীর্তি গড়েন।
সব মিলিয়ে ক্যারিয়ারে ৪৬টি শিরোপা জিতেছেন মারে। প্রাইজমানি হিসেবে আয় করেছেন ৬ কোটি ৫০ লাখ ডলার। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় চোটে জর্জরিত ছিলেন। র‌্যাঙ্কিংয়ে ১১৭তম স্থানেও নেমে গিয়েছিলেন। ২০১৯ সাল থেকে কোমরে ‘মেটাল হিপ’ নিয়ে খেলছেন। এ বছরের শুরুতে চোট পান অ্যাঙ্কেলেও। এরপর অস্ত্রোপচার করিয়ে অপসারণ করেছেন মেরুদণ্ডের সিস্ট, যে কারণে এবার উইম্বলডনেও খেলতে পারেননি।
বিদায়বেলায় মারেকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন বর্তমান উইম্বলডন ও ফ্রেঞ্চ ওপেন চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে আলকারাজ লিখেছেন, ‘একই কোর্টে তোমার সঙ্গে দাঁড়ানোটা ছিল বিশেষ কিছু। কিংবদন্তিতুল্য ক্যারিয়ারের জন্য এবং সবার উদাহরণ হয়ে ওঠার জন্য অভিনন্দন। তুমি সব সময়ই একজন সমর্থককে পাবে এখানে।’ আর মারে নিজে এক্সে লিখেছেন, ‘টেনিসটা এমনিতেও কখনোই পছন্দই করিনি।’
মারের কথাটির অর্থ কী, তা আপনিই বুঝে নিন!

প্যারিস অলিম্পিক

আর্জেন্টিনা প্রস্তুত ফ্রান্সের দর্শকদের জন্যও

আপনজন ডেস্ক: সোনার লড়াই নয়, সেমিফাইনালে ওঠার লড়াই। কিন্তু প্যারিস অলিম্পিকে ছেলেদের ফুটবলে আজ ফ্রান্স–আর্জেন্টিনা ম্যাচটি সোনার লড়াইয়ের চেয়েও বড় আবহ নিয়ে উপস্থিত। বিশেষ করে ফ্রান্সের জন্য। দুই বছর আগে কাতারে অনুষ্ঠিত ফিফা বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে হেরেছিল ফ্রান্স। সেই ফাইনাল এবং গত মাসে কোপা আমেরিকা ফাইনালের পর ফরাসিদের নিয়ে আর্জেন্টাইনরা যে দৃষ্টিকটু উদ্‌যাপন করেছেন, সেটা কি ফ্রান্সের দর্শক সহজে ভুলবেন?
আর্জেন্টিনার ফুটবল এর মধ্যেই অলিম্পিক খেলতে এসে গ্যালারি থেকে দুয়ো শুনেছে, ম্যাচে যদিও ফ্রান্স ছিল না। তবে আর্জেন্টিনা রাগবি দল ফ্রান্সের মুখোমুখি হয়ে ‘শত্রুভাবাপন্ন’ পরিস্থিতি ভালোই টের পেয়েছে। এবার সরাসরি আর্জেন্টিনার ফুটবল দলই ফ্রান্সের সামনে। আজ বোর্দোয় ফরাসি দর্শক যে ‘বিপুল বিক্রমে’ আর্জেন্টাইনদের কান ঝালাপালা করে ছাড়বেন, তা অনুমান করতে ভবিষ্যদ্বক্তা হওয়ার দরকার নেই। পরিস্থিতি যে কেমন হতে পারে, সেটি আর্জেন্টিনা দলও অনুমান করতে পারছে। আর সে কারণেই কি না, মাঠে প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য মানসিক প্রস্তুতিই নিয়ে রাখার কথা বলেছেন গোলকিপার হেরোনিমো রুই। গতকাল সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আলাপের সময় ২০২২ বিশ্বকাপজয়ী দলে থাকা এই গোলকিপার বলেন, ‘পরিস্থিতি প্রতিকূলে থাকবে, সেটা আমাদের মাথায় আছে। অন্যদের ক্ষেত্রে হয়তো কিছুই ঘটত না। তবে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যাপারটা বেশিই স্পষ্ট। আমরা মাঠে নামার পর জাতীয় সংগীত গাইলে ওরা শিষ বাজাবে, যেটা আমাদের রাগবি দলের সঙ্গেও করেছে। আমরা জানি, ব্যাপারটা আমাদের খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে নয়। বিশ্বকাপ ও তার পরে যা কিছু ঘটেছে, তার বিরুদ্ধে। তবে দুই দিক থেকেই এটা সুন্দর একটা ম্যাচই হবে আশা করি।’
ফুটবলে আর্জেন্টিনা–ফ্রান্সের সর্বশেষ দেখা কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালেই। এবার যদিও জাতীয় দল নয়, অনূর্ধ্ব–২৩ দলের লড়াই, তবু একই রঙের জার্সিতে প্রথম লড়াই বলে বিশেষ অনুভূতি হচ্ছে রুলির, ‘এটা স্পেশাল ম্যাচ হতে চলেছে। কারণ, বিশ্বকাপ ফাইনালের পর এবং গত কয়েক মাসের নানা ঘনঘটার পর এটিই প্রথম ম্যাচ। আর আর্জেন্টিনা যেহেতু বিশ্বচ্যাম্পিয়ন এবং কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন, সবাই আমাদেরই হারাতে চাইবে।’
গত মাসে আর্জেন্টিনার কোপা আমেরিকা জয়ের পর এনজোদের ফ্রান্সকে অপমান করা গানের সূত্র ধরে জল ঘোলা হয়েছে অনেক। ফিফার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ করে ফ্রান্সের ফুটবল ফেডারেশন।
ব্যাপারটা গড়ায় দুই দেশের সরকারি পর্যায়েও, যেখানে আর্জেন্টাইন সরকার ক্ষমাও চায় ফ্রান্সের কাছে। এরই মধ্যে অলিম্পিকে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে আর্জেন্টাইন প্রেসিডেন্ট হাভিয়ে মিলেইয়ের। দুজনে অবশ্য বিতর্ককে পাশ কাটিয়ে গেছেন।
ফ্রান্সের অলিম্পিক ফুটবল দলের কোচ থিয়েরি অঁরি অবশ্য ২২ জনের লড়াইয়ের বাইরের কিছু প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে রাজি নন। গতকাল সাংবাদিকেরা তাঁকে ম্যাচে সাম্প্রতিক বিতর্কের জের কেমন থাকতে পারে, জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, ‘আমি এ বিষয়ে কথা বলতে চাই না।
শুধু ম্যাচ নিয়েই কথা বলব। ওটাই গুরুত্বপূর্ণ।’
আর্জেন্টিনা দলের কোচ হাভিয়ের মাচেরানোও এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন।

অলিম্পিকে তৃতীয় পদকের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন পিস্তল শ্যুটার মনু

মারুফা খাতুন

আপনজন: গত ২৬শে জুলাই প্যারিসে শুরু হয়েছে ২০২৪ এর অলিম্পিক ক্রীড়া। তবে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এই অলিম্পিকের সাথে আমাদের ভারতবাসীর এক আলাদা আবেগ, অনুভূতি জড়িয়ে রয়েছে। তার অন্যতম প্রধান কারণ হল এবারের অলিম্পিকে জোড়া ব্রোঞ্জ জয়ী তরুণী পিস্তল শ্যুটার মনু ভাকের।
২২ বছর বয়সী মনু, ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদক জিতে ইতিহাস তৈরি করেছেন। ফাইনালে ২২১.৯-পয়েন্ট স্কোর করে তৃতীয় স্থানে ছিলেন। এছাড়াও সরবতজ্যোৎ সিং এর সঙ্গে ১০ মিটার এয়ার পিস্তল টিম ইভেন্টেও ব্রোঞ্জ পদক মনু ভাকরের। তার স্পেশালিটি ২৫ মিটার।
তার এই জোড়া পদক গোটা বিশ্বের কাছে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে। ভারতের গর্ব মনু স্বাধীন ভারতের প্রথম অ্যাথলিট যিনি কিনা অলিম্পিকে একই সঙ্গে জোড়া পদক গোটা ভারতবাসীকে

উপহার দিয়েছেন। এবার ফের দেশবাসীকে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন অলিম্পিকের পদক জেতার হ্যাটট্রিকের। চার বছর আগে টোকিও অলিম্পিকসে যখন বন্দুকের প্রযুক্তিগত কারণে জন্য একরাশ হতাশা নিয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল মনুকে তখন থেকেই নিজেকে এইবারের অলিম্পিকের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন। ‘ছাই চাপা আগুন’-এর মতো চলছিল তার প্রস্তুতি। সেই কঠোর অনুশীলনের ফল আজকে আমাদের চোখের সামনে। প্যারিস অলিম্পিকে দেশেরও হয়ে প্রথম পদক এনে দিয়েছেন মনু। এখন ভারতবাসী অধির আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে ফাইনালে দিকে। মনু আশ্বাস দিয়েছেন বাকি ইভেন্ট গুলিতেও পদক আনার এবং সেই চেষ্টা তিনি চালিয়ে যাবেন। তার সেই নিজের রেকর্ড গড়ার সাফল্যের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে সমগ্র ভারতবাসীর স্বপ্নপূরণের।

মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হল শ্রাচি স্পোর্টস

আপনজন ডেস্ক: আইএসএল খেলা নিয়ে স্বস্তি পেলেন মহমেডান সমর্থকরা। এবারে তাদের ইনভেস্টের ‘শ্রাচী’ গ্রুপ। ৩০.৫ শতাংশ শেয়ার নিয়ে দু’বছরে ৩৫ কোটি টাকা দেওয়ার জন্য মহমেডানের সঙ্গে ‘মউ’ স্বাক্ষর করেছেন শ্রাচী স্পোর্টসের কর্ণধার রাহুল টোডি ।বৃহস্পতিবার রাতে মহমেডান তাঁবুতে আলোচনায় বসে ত্রিপাক্ষিক ‘মউ’ স্বাক্ষর করেন মহমেডান সভাপতি আমিরুদ্দিন ববি, বাঙ্কারহিল কর্তা দীপককুমার সিং এবং শ্রাচী কর্তা রাহুল টোডি।
এই সহযোগিতা বছরের শেষের দিকে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে (আইএসএল) অংশ নিতে প্রস্তুত মহামেডান এসসিকে যথেষ্ট সুবিধা দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভারতীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি অনির্বাণ দত্তের উপস্থিতিতে দুই সংগঠনের প্রতিনিধিদের মধ্যে এই চুক্তি চূড়ান্ত হয়। মহমেডান এসসির কার্যকরী সভাপতি শামস কামরুদ্দিন এই অংশীদারিত্ব নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ

করেছেন। তিনি বলেন “শ্রাচি স্পোর্টসকে আমাদের ক্লাবে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা আনন্দিত। তাদের সমর্থনে, আমরা সামনে একটি অসাধারণ মরসুমের প্রত্যাশা করছি এবং আইএসএলে শক্তিশালী প্রভাব ফেলার লক্ষ্য রাখছি।শ্রাচি স্পোর্টসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাহুল টোডি আশা করেছেন যে এই অংশীদারিত্ব মোহামেডান এসসিকে সাফল্যের নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।” রাহুল টোডি বলেন “এটি আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। যখন মোহামেডান এসসির সাথে অংশীদার হওয়ার সুযোগ পেলাম, তখন আমি এগিয়ে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করলাম। ক্লাবটি কলকাতায় একটি বিশিষ্ট অবস্থান ধারণ করে, এবং একটি শক্তিশালী ফ্যান বেস রয়েছে যা নিয়ে তারা গর্বিত।”এদিন নিজেদের তাঁবুতে এই ‘মউ’ স্বাক্ষরিত হওয়ার পর মহমেডান সভাপতি আমিরুদ্দিন ববি বলেন, ‘অবশ্যই আমাদের জন্য ভাল খবর। এবার আইএসএল খেলতে আর কোনও অসুবিধা রইল না।’ তবে এই মৌ চুক্তির ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ।

সরকারের কাছে বাড়ি চাইলেন ‘সিউ’

আপনজন ডেস্ক: গোল করার পর শূন্যে লাফ দিয়ে দুই হাত দিকে ছুড়ে ট্রেডমার্ক উদযাপন করেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। পর্তুগিজ কিংবদন্তির এই ট্রেডমার্ক উদযাপনের নাম ‘সিউ’। তার এই উদযাপন এখন হাজারো অ্যাথলেটসহ অনেক দর্শকের প্রিয়। ফুটবল ছাড়িয়ে উদযাপনটি এখন ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে। তারই ধারাবাহিকতায় রোনালদোর এই উদযাপনের দেখা এবার প্যারিস অলিম্পিকেও মিলেছে। ছেলেদের ২০ কিলোমিটার হাঁটা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে ‘সিউ’ উদযাপন করেছেন ব্রায়ান পিনতাদো। ফিনিশিং লাইন স্পর্শ করার পর পাঁচবারের ব্যালন ডি অর জয়ীর উদযাপন করেন ইকুয়েডরের অ্যাথলেট। ইভেন্টটি ১ ঘণ্টা ১৮ মিনিট ৫৫ সেকেন্ডে শেষ করেছেন তিনি। এর আগে এবারের অলিম্পিকেই রোনালদোর মতো উদযাপন করেন নিশিদাও।

e-Tender

Notice Inviting e-tender

Under designated has invite e-tender for 15 th FC Tied (04) & Untied (06) nos scheme Details are available at https://wbtenders.gov.in

Prodhan
Kaijuri Gram Panchayat
Swarupnagar Development Office
Swarupnagar, North 24 Parganas

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**